182.Nd.906.20.

ভাব ও ভক্তি।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা-প্রণীত।

কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল
চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গাব্দ ১৩১৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

9. AUG. 3

উপহার।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসগোবিন্দ দাস এম্ এ।

হে দেব।

"প্রীতি ও পূজা"র ফুল সঁপিয়া তোমায়
পাইয়াছি ক্ষুদ্র আমি আশাতীত ফল।
তাই "ভাব ভক্তি" সহ দাসী পুনরায়
আসিয়াছে পরশিতে চরণ-কমল।
ওহে স্বরগের শোভা,—
লহ উপহার,
কি দিব ও পাদপদ্মে ভাব ভক্তি বিনে?
অধীনীর "ভাব ভক্তি" বাঞ্ছিত তোমার,
তাই আজ আসিয়াছি পবিত্র চরণে
"ভাব ভক্তি"সহ—বিতরিয়া স্নেহ কণা।
লও উপহার—ক্ষুদ্র হলেও দেবতা
আদরের বস্তু তব তব পদ বিনা
শোভিবে না অন্য ঠাঁই, যাবে না বেদনা।

চরণ শ্রিতা
অনুজা

ভূমিকা।

আমার "প্রীতি ও পূজা" পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকা ও সমালোচক মহাশয়গণ আমাকে যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, আজ সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "ভাব ও ভক্তি" প্রকাশ করিলাম। "প্রীতি ও পূজা" প্রকাশের পর বামাবোধিনী, নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য-সেবক, অতিথি, আরতি, অন্তঃপুর, বাঁকুড়াদর্পণ, মুকুল ইত্যাদি মাসিক পত্রে যে সমুদয় কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সমুদায় একত্র করিয়া ভাবভক্তি প্রকাশ করিলাম। অগ্রজ ৺উমাশঙ্কর সেন মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইলে "বিষাদ বেদনা" নামে একটি কবিতা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলাম, এইক্ষণে সেই শোক-কবিতার চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় দেখিয়া সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া সেটিও ভাব ও ভক্তিতে সন্নিবেশিত করিলাম। ইহা ব্যতীত পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জনার্থে কয়েকটি নূতন কবিতাও দেওয়া গেল।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বামাবোধিনী-সম্পাদক সিটীকালেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ মহাশয় আমার এই পুস্তকের আদ্যন্ত দেখিয়া ও সমস্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহা ব্যতীত আমার কন্যাদ্বয় শ্রীমতী সুমতিবালা সেন ও শ্রীমতী সুরুচিবালা সেনও কাপী ইত্যাদি লিখিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

রচয়িত্রী।

সূচী-পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রাণের পূজা		১
সঙ্গীত-সুধা	.	৩
তাঁহারই কারণ		৪
ও পদ ছায়ায়	.	৬
আমি দুঃখিনী		৭
অধম আমি	..	৮
মমতার ফুল	.	৯
স্বর্গীয় কুসুম	..	১২
খুকুমণি	.	১৪
আমার পুঁটু	...	১৫
ছোট দাদা		১৬
দেবী কোথা গেলে ?	..	১৮
স্বর্গগতা মহারাণী		২০
সকলই স্বপন	..	২১
দেবী দয়াবতী		২৫
শ্রীক্ষেত্র		২৭
বৈতরণী নদী		৩০
সমুদ্র	..	৩২
তটিনী	...	৩৫
বসন্ত-প্রভাত	...	৩৭
ফুলবন	...	৩৯

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
নৈশ প্রকৃতি		৪০
কুসুম ব্রততী	...	৪২
বসন্ত-সন্ধ্যা	..	৪৩
বসন্ত-নিশি	..	৪৪
ব্রততী	.	৪৫
পুণ্য	...	৪৬
পরমেশ	.	৪৭
দেব-সন্নিধানে	.	„
মধুমাধবী		৪৮
বীণাপাণি		৫৪
শুভাশীর্ব্বাদ (সুনীতি)		৫৫
আমার খোক	..	৫৮
বিন্দুবালার স্মৃতি	...	৫৯
বিষাদ ও বেদনা	.	৬৩
তাঁর কথা		৭২
কত সয় ?	.	৭৩
৺রমণীকান্ত		৭৬
কোথা আত্মভূমি ?		৭৯
এসেছি চরণে	.	৮১
দশা কি হলো ?	.	৮৩
যায় দেবী যায়	...	৮৫
কৃষ্ণচূড়া		৮৭
জন্মভূমির প্রতি		„

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ইউনিভার্সিটী আইন	৮৮
দেবী নিকুঞ্জকামিনীর প্রতি	৯০
ক্রন্দন	৯৫
ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি আসামে যাইবার কথা শ্রবণে আক্ষেপ	,
বাঙ্গা পিসীমার শুভাশীর্বাদ (উষা)	৯৮
ফুলের কথা	১০৩
আশীর্বাদ পত্র (সুরুচি)	১০৫
দেহ পদাম্বুজ ...	১০৯
সোণার বালিকা .	১১১
আত্ম নিবেদন ...	১১৪
জিনিয়া কুসুম ..	১১৬
কঠিন ব্যাপার	১১৮
দেশের কাজ	১২০
আমার আলাপী বন্ধুদিগের নাম	১২৩
শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে স্নেহ-উপহার	১২৫
পীযূষরস .	১২৬
তুইতো দেবতা	১২৮
সে বড় চঞ্চল	১৩১
উপহার পত্র ..	১৩৩
মানব দেবতা ...	১৩৪
ভাইটী আমার ...	১৩৫

বিষয়		পৃষ্ঠা।
১৬ই অক্টোবর	...	১৪২
রাঙ্গা দিদি		১৪৩
দুঃখিনী নীরদা	.	১৪৫
স্নেহাশীষ		,,
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া		১৫০
বন্দে মাতরং		১৫৩
স্বদেশ সেবায়	.	১৫৬
কুন্দ কুসুম	.	১৫৮
ত্রাণ কর	...	১৫৯
সুনীতি সুরুচি	.	১৬০
মুকুলমণি		,,
নূতন অতিথি	..	১৬১
দুই জনে		১৬২
অধম বাঙ্গালী	..	১৬৪
শেষ	.	১৬৭

154 131 18-1907

ভাব ও ভক্তি।

প্রাণের পূজা

আমি—সকল ভুলিয়ে তোমারে লইয়ে,
হইব উদাসী সন্ন্যাসী
গহন কাননে, খুঁজিব যতনে,
ডাকিব কলুষ-বিনাশী

নিশিতে দিবসে, পূজিব আবেশে,
ভাসিব ভকতি হিল্লোলে
দিয়ে প্রেম কোকনদ, পূজিব শ্রীপদ
প্রীতি ফুল আঁখি সলিলে

তুলসী জীবন, হৃদয় চন্দন
সৌন্দর্য্যেতে দীপ জ্বালিব
অর্ঘ্য দিব মন, নৈবেদ্য যৌবন
কাম ক্রোধ বলি দানিব

প্রবৃত্তি সকলি, হইবে অঞ্জলি,
বিলোপ হবে বাসনা
শুদ্ধতা বসন করিয়া ধারণ,
করিব শ্রীপদ অর্চ্চনা।

ভক্তি মদে মেতে, পাখীর সঙ্গীতে
শুনিব সঙ্গীত তোমারি
বসিয়া বিরলে, কুসুম কোমলে,
(প্রভু হে) হেরিব তোমার মাধুরী

স্বভাব শরীরে, হেরিব তোমারে
(হয়) তোমারেই শ্বাস সমীরে
পুষ্পিত লতিকা, শারদ চন্দ্রিকা,
তোমারেই দেব-শরীরে

নির্ম্মল আকাশে, ললাট প্রকাশে
কেশরাশি বননিকর
নীল সরোবর আঁখি মনোহর,
বালার্ক কিরণ অধর

পাদপ শ্যামল, বাহু সুকোমল,
ধরাধর পদযুগল
রবির কিরণ, তোমার বরণ,
শশধর মুখকমল

কমল কোমল, তোমারি কপোল,
নব ঘন নেত্র নীলিম
চন্দ্রাতপ তলে, তব গৃহ স্থলে,
সকলি তোমার অসীম

জাহ্নবী যমুনা, কালিন্দী শোভনা,
তব আভরণস্বরূপ

সকলি তোমার, সুখ[illegible],
কে বলে হে তুমি [illegible]!

নিশিতে চাঁদিমা, দিবসে [illegible]
স্বর্ণ প্রদীপ [illegible]।
নবীন বনানী [illegible]
তোমার [illegible] শ্যামল

এ বিশাল ধরা [illegible]
[illegible] তোমারি [illegible]
প্রভু!—তোমার এ [illegible], তোমাকেই দান
তোমার আজ্ঞায় করিব

সঙ্গীত সুধা

আজি বনে বনে হরিনাম [illegible]
ভক্তি[illegible]
হরিবে [illegible]

শিখিবে এ সুযোগে, [illegible],
মগ্ন হবে [illegible]
বাঁধিবে [illegible],
এ নামে [illegible]

শুনি সে মধুর গান, [illegible]
পরবশ অবিরত রবে মুগ্ধ [illegible]!

স্বরগ সৌন্দর্য্য ভরা নিত্য সাঁজে সাঁজ তারা
হরিনামে নীলাকাশে উঠিবেক ফুটিয়ে !

র’ব না সংসারে রত লইব সংসার এত,
নাচিব হরির নামে দুই বাহু তুলিয়ে !
ওরে , র’ব সদা সেই সুধা নাম রসে মজিয়ে !

তাঁহারই কারণ।

১

দূরে আছে ? আছে ভাল,
পরশে হইবে কাল,
আমি ত মানুষ নই কালীর প্রতিমা ;
সে যে লাল টুকটুকে,
বুকেতে রাখিব একে,
সঙ্গোপনে মনে মনে করিব অর্চনা

২

সে ত গো মানব নয়, সে ত গো দেবতা ;
তার বাড়ী স্বর্গপুরী,
মর্ত্ত্যে নবরূপ ধরি,
তারই তরে মনোহর ফল পুষ্প লতা

৩

তারই তরে মঞ্জু কুঞ্জ হৃদয়মোহন,
বসন্ত তাহারই তরে
মলয়ে লইয়া ঘোরে,
রবি শশী দিবা নিশি খাটে অনুক্ষণ।

৪

সেই আছে, তাই ফোটে গোলাপ কুসুম ;
তা'রই কাছে দিশাহারা
গাহিছে সকল তারা
তারই তরে শান্তি আশা স্বপ্নময় ঘুম।

৫

তারই তরে নৃত্য করে সপুষ্প লতিকা
সেই আছে, তাই আসে
মধুপ মধুর আশে,
তাই পদ্মবনে পদ্ম, আকাশে চন্দ্রিকা

৬

তাহারে হেরিতে মেঘে হাসে বিদ্যুল্লতা ;
যূঁই ফোটে তারই তরে,
সেফালি হরষে ঝরে
সেই আছে, তাই আছে আদর মমতা।

৭

সেই আছে, তাই আছে, প্রেম ভালবাসা,
তাই আছে ক্ষুধা তৃষা
তাই চিন্তা ভাব ভাষা,
তাই নরলোকে বুঝি এত কাঁদা হাসা।

৮

সে মম হৃদয়-রাজ্যে রাজরাজেশ্বর ;
তাহার চরণতলে
কনক-মাণিক জ্বলে,
তারে ঘেরি প্রবাহিত সুধা সরোবর

৯

তাঁরই জন্য সৃষ্টি, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
সে মম সর্ব্বস্ব গুরু,
সেই সত্য কল্পতরু
সেই এ দেহের শোভা, আত্মার মঙ্গল

১০

হে বিভো জগৎপিতা দুঃখনিবারণ,
তব পদে এ মিনতি
সে চরণে রেখো মতি
আমি যেন বাঁচি শুধু তাঁহারই কারণ

ও পদছায়ায়

১

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন ;
দেখ বা না দেখ তুমি   সদা চেয়ে রব আমি,
চিন্তিব মানসে তোমা—চিত্ত-বিনোদন

২

কাছে কিম্বা দূরে থাক, কি ক্ষতি তাহায় ?
মম হৃদি-জলাশয়   তব মূর্ত্তি-পদ্মময়,
সতত প্রকৃতি দেবী তোমারে দেখায়

৩

নিশাগমে শুক তারা,   ঢেলে দেয় সুধধারা,
নবীন মেঘেতে আঁকি নব চন্দ্রমায় ;
সতত প্রকৃতি দেবী তোমারে দেখায়।

৪

উ[illegible]র অ[illegible]গো [illegible] [illegible]গো,
বি[illegible] [illegible], [illegible];
সতত ও স্মৃতি দেবী তোমারে দেখায়

৫

আমি কি? আমি ও তুমি!
আমি মন তুমি স্বামী!
ফুটেছে এ দীন হৃদে ও [illegible]

আমি দুঃখিনী।

তোমায় চিনেছি প্রভু, দেবতা তুমি
নিশীথে কুসুম-বনে, অলস সুখের [illegible],
সুখের স্বপন এক দেখেছি আমি—

দেবতা মানব-বেশে, আসিলে আমার পাশে,
ফুটিল অযুত ফুল চরণধূলে
প্রকাশিয়া দেব-জ্যোতি উজলি আঁধার রাতি
আসিলে করুণাময় [illegible]-কূলে।

রজনী হইল ভোর, ভাঙিল ঘুমের ঘোর,
হেরিনু আননে তব অপূর্ব জ্যোতিঃ,
পবিত্র চরণ ধূলি মাথায় লইনু তুলি,—
তোমা ধনে ধনী আমি কি ভাগ্যবতী

তুমি ত দেবতা শ্রেয়, আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ হেয়,
সামান্য রমণী,—শত পাপে পাপিনী,
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি, পরম আরাধ্য স্বামী,
কি দিয়ে পূজিব প্রভু!—আমি দুঃখিনী

অধম আমি।

তুমি কি দেবতা ছিলে কোন স্বরগে?
তা না হ'লে এত জ্যোতি কেন এ মুখে?
তুমি কি গো ছিলে ফুল দেব উদ্যানে?
তা না হলে এত মধু কেন এ প্রাণে?

স্বরগের দেবরাজ, ধরিয়া মানবসাজ,
আসিলে করুণাময় দুঃখীর ঘরে।
এলে যদি এস তবে, যত দিন বাঁচি ভবে,
ততদিন থেকো মম হৃদয় পুরে।

তোমার চরণছায়, যেন গো জুড়াতে পায়
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম, শুন হে স্বামী,
তুমি ত দেবতা গুরু, কৃপাময় কল্পতরু,
ঠেল না ঠেল না পায়, অধম আমি

মমতার ফুল।

শিশুর জন্মোপলক্ষে

(জন্ম সময়—২রা শ্রাবণ, শনিবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা, ১৩০৩)

আজি এ বরষা-দিনে নিশীথসময়ে,
ভিজে লতা ভিজে ফুল,
ভিজে বিহঙ্গমকুল,
সাগরে চলেছে নদী কুল কুল ব'য়ে

মধুর বিধির লিপি আজি এ নিশীথে,
আলোকি অন্তর-তম,
স্বরগের দূতসম,
ফুটিল ফুলের শিশু মলয়মারুতে,

কি শুভ বিধির ইচ্ছা, কি করুণা তাঁর।
আজি তাঁর ইচ্ছামত
স্বর্গপুষ্প সদ্যোজাত,
ফুটিল হৃদয়ে ঢালি সুরভি-সম্ভার

সকলি তোমার ইচ্ছা বিভু সর্ব্বময়,
তোমারি চরণতলে,
এ ফুল দিলাম ফেলে,
চিরজীবী করে নাথ দিয়া পদাশ্রয়

এ যে গো স্বর্গের দূত—অতুল অতুল,
স্বরগ মুরলীস্বরে,

ওঁয়া ওঁয়া—সুধা ক্ষরে,
হার মানে এর কাছে শত বুল বুল

খেলিতে নন্দনবনে প্রভাত প্রদোষ,
বিধির অনুজ্ঞাক্রমে,
ধরায় আসিলে নেমে,
ঢালিয়া মায়ের প্রাণে অমিয় সন্তোষ

খেলিতে চাঁদের শিশু আনন্দ-বাগানে,
ভরিয়া মন্দার সাজি,
তুলিয়া নক্ষত্ররাজি,
সায়াহ্নে বিথারি দিতে অনন্ত বিমানে

ধন্য তব দয়া স্নেহ, ধন্য দয়াময়,
তোমারি করুণা হেরি
আলোক আঁধারে ঘেরি,
আইল তোমারি জ্যোতিঃ দুঃখীর আলয়

মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন ;
সামান্য বনের ফুলে,
অযুত মাণিক জ্বলে,
বেলা-ভূমে ইন্দীবর শোভে অতুলন

মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন ;
আঁধারে আলোক হাসে,
শিশিরে মুকুতা ভাসে,
জলদ কৌস্তভ খণ্ড করে বরিষণ

জয়রবে পূর্ণ ধরা—আনন্দবাজার,
এখানে শান্তিতে গড়া,
পারিজাত গাছভরা,
প্রেমিকার প্রাণে বহে ত্রিবেণীর ধার

হেথা—সকলি করুণা-মাখা—সকলি সুন্দর,
কোমল শিশুর ঠোঁটে,
অমৃত নির্ঝরি ছোটে,
আমার পৃথিবী আজি অতি মনোহর।

এ পাশে বিনয় * মম, ও পাশে মুকুল,
মাঝখানে অনুপম,
স্ববগের দূত সম,
ফুটিল নন্দন-পুষ্প মমতার ফুল।

তুমি কি করুণাসিন্ধু বিভু স্বপ্রকাশ,
আজি এ নিশীথ ঘোরে,
এ ধন সঁপিলে মোরে,
এ কি হেরি চারি দিকে তোমারি আভাস?

আজ—আনন্দে লইয়া কোলে শিশু সুকুমার
উর্দ্ধনেত্রে যুক্ত-করে,
অতীব ভকতিভরে,
মঙ্গল-আশিষ ভিক্ষা করিগো তোমার।

---

* বিনয়ভূষণ দাস গুপ্ত—যাহার মৃত্যুতে 'শোক গাথা' পুস্তক রচিত হইয়াছে।—প্রকাশক।

স্বর্গীয় কুসুম

শিশুর জন্মোপলক্ষে লিখিত

(জন্ম সময় ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৪ ঘটিকা, ১৩০৬)

১

কোন্ রম্য পথে এলে স্বর্গীয় কুসুম ?
তোমার অঙ্গের বায়
মধু বর্ষে মুকুতায়,
উঠিল আলয়ে মম আনন্দের ধুম।

২

দেবতার মনোহর উদ্যানের ফুল,
প্রভাত-পবনে নিয়ে,
গেল কি আমায় দিয়ে,
তাই কিরে ফুল তুই ধরায় অতুল

৩

ঊষার কনক আলো স্বর্গীয় সুষমা,
বসন্তের পুষ্পতনু,
প্রত্যুষের নব ভানু
চারু চাঁপা বন-ফুল্ল জ্যোৎস্না-প্রতিমা।

৪

শারদ-চন্দ্রিকা তুমি বিদ্যুৎ ব্রততী ;
তুমি পুণ্য-ভাগবত
সুরভিত কোকনদ,
সায়াহ্নের হাসি-মুখ প্রভাতের জ্যোতিঃ।

৫

দেববালিকার দলে পীযূষ পুতুল ;
আছিলে অমরাবতী,
কনক-কাঞ্চন ভাতি,
চন্দ্রালোকে ছিলে তুমি অমৃত মুকুল।

৬

সুমেরু গিরির শোভি চারু কিশলয় ;
অলকার অলঙ্কার,
বিধাতার উপহার,
নন্দনের নবদ্রুম মৃদুল মলয়।

৭

ছিলে কি নক্ষত্রলোকে আলোর লহরী ?
কমনীয় কান্তি ধ'রে
আসিলে অবনীপরে
অতুল আনন্দজ্যোতিঃ বিকিরণ করি

৮

প্রভাত-কুসুম সম প্রভাতসময়ে ;
দেবতার শিশু-সম
ফুটিলে হৃদয়ে মম,
স্বরগের সরলতা হাসি কান্না নিয়ে

৯

এস, এস, এস তবে নূতন অতিথি !
তোমার অঙ্গের বায়
শোক তাপ দূরে যায় ;
হৃদয়ে ফুটিয়ে উঠে পূত পুণ্যপ্রীতি।

১০

এস, তবে এস, এস, দেব উপহার ;
এসেছ, প্রভাতকালে,
ডাকিব "প্রভাতী" বলে,
পুণ্যালোকে সমুজ্জ্বল কর এ সংসার

খুকুমণি

১

দেবতার দেশে তুই ছিলি দেবরাণী,
তোর ঐ রাঙা ঠোঁটে,
স্বরগের ফুল ফোটে,
মুখে আধা কথামৃত, চোখে মন্দাকিনী

২

হৃদয়-স্বরগে তুই স্নেহের পুতুল,
তোর হাসি মুখে খুকী।
রাঙা রবি দেয় উঁকি,
হাসি-মুখে বসন্তের ফুটে নব ফুল

৩

অনন্তের মহাদান অমূল্য রতন,
তোমার অঙ্গের বায়
পথে ঘাটে পাওয়া যায়,
পাকা হরীতকী ফল রজত-কাঞ্চন

৪

তোরি সরলতা ছাঁচে গড়া বুকখানি,
মূর্ত্তিমতী দয়া হেন,
ফুলদলে গড়া দেহ,
পুণ্যালোকে করুণার অশ্রুর পুতুল

৫

কে ফুটালো এ অরণ্যে নবফুল-কলি ?
কমনীয় কলেবর,
গোলাপফুলের থর,
পবিত্র-পুরাণ-বেদ, সৌন্দর্য্যে বিজলী !

আমার পুঁটু

পুঁটু আমার এক রত্তি,
রূপে রাঙা ফুল,
ছোট ছোট চূর্ণ-চিকুর
ঢুলুল্ ঢুলুল্

কচি মুখে মৃদু হাসি,
কৃষ্ণ-তারা আঁখি,
উড়ে এল প্রাণ জুড়াল
আমার সোনার পাখী

ছোট দাদা

(স্বপ্নদৃষ্টে লিখিত)

কাল কিগো ছোট দাদা ! তুমি এসেছিলে ?
আট মাস হয় ভাই, তোমা আমা দেখা নাই,
তাই কি স্নেহের ধনে দেখিতে আইলে ?

সেই যে মধ্যাহ্নকালে, আট মাস হয়,
দুধভাত মেখে রেখে, গিয়াছ স্বরগলোকে,
আহার করিতে আর পাওনি সময় !

তাই কি আবার ভাই ! খাইতে আইলে ?
সেই দুধ-ভাত মাখা, তেমনি যে আছে ঢাকা,
সেরেছে কি কাল ক্ষত, নাই আর গলে,

রোগমুক্ত হয়ে কিগো আইলে আবার ?
স্বরগ-কুসুম-বাসে, দেবতার শ্বাসে শ্বাসে,
সেরেছে কি ছোট দাদা ! সেরেছে
"ক্যান্সার" ?

সেরেছে কি সে অরুচি-যন্ত্রণা অপার ?
সেরেছে কি সত্য কথা, সেই জ্বালা সেই ব্যথা,
রোগমুক্ত হয়ে দাদা . আইলে আবার ?

আরতো পড়ে না রক্ত নাক মুখ দিয়া,
শরীরে কি পাও বল, নহ আর দুরবল,
আরতো খাইতে গলে যায় না বাধিয়া ?

এখন কি পার ভাই সকলি খাইতে ?
নিশ্চয়-মরণ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
আরতো ফেল না অশ্রু বসিয়া শয্যাতে ?

এবে কি প্রফুল্ল ম্লান বদন তোমার ?
লয়ে ঔষধের শিশি বকিয়াছ দিবানিশি,
ঔষধ করেছ পান নিত্য অনিবার।

তবুও এ দেশে তোমা রাখিল না আর,
বাঁধিয়া লইয়া গেল, বাধা বিঘ্ন না মানিল,
দুরন্ত কালের চর দুরন্ত "ক্যান্সার"।

বুঝিল না আমাদের কেহ নাই ভবে!
বালক বালিকা দুটি, সবে উঠিতেছে ফুটি,
গগন করিছে পূর্ণ "বাবা" "বাবা" রবে।

বুঝিল না সুখদার কেহ নাই আর;
একটি সান্ত্বনা-কথা, কহিতে জনক ভ্রাতা,
শ্বশুর ভাশুর নাই শূন্য এ সংসার।

তাই কি দেখিতে ভাই, আইলে আবার,
কোলে নিতে গিরিজায়, চুমা খেতে উষা মায়,
মুছাইতে শোক-অশ্রু প্রিয় বনিতার ?

দেবী কোথায় গেলে ?*

১

সেই যে সে দিন দেবী, দেখেছি স্বর্গের ছবি,
(যেন) মন্দারকুসুম শত জাহ্নবীর জলে।
দেবি ! কোথায় গেলে ?

২

সেই যে মু'খানি তব, হাস্য-ছটা মৃদু রব,
এখনো ভাসিছে যেন স্মৃতির সলিলে,
দেবি ! কোথায় গেলে ?

৩

শোকের লহর তুলি স্নেহের পুত্তলিগুলি
ডাকিছে অধীর ভাবে মা মা মা মা বলে।
দেবি ! কোথায় গেলে ?

৪

দেবী ! কোথায় গেলে ?
যাঁর পদে হয়ে দাসী, সেবিয়াছ দিবানিশি,
যাঁহারে পূজিতে সদা দেব আত্মা বলে ;
তাঁহারে ফেলিয়া আজি কোথা চলে গেলে ?

৫

সুখের সংসার তব, সুখ শান্তিময় সব,
সুবাসিত প্রতি হিয়া ফুল্লপ্রীতি-ফুলে,
দেবি . কোথায় গেলে ?

---

* ভক্তিভাজন বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীর লোকান্তর গমন উপলক্ষে লিখিত।

৬

কি হবে এখন বল ? অবিরল অশ্রু-জল
বহিছে, দীরঘশ্বাস, তরঙ্গ উথলে
দেবি ! কোথায় গেলে ?

৭

দেবি ! কোথায় গেলে ?
(আজ) মর্ম্মভেদী হাহাকার, উঠিতেছে অনিবার,
তুমি গো আনন্দময়ী যেথানেতে ছিলে,
আহা ! কোথায় গেলে ?

৮

দেবি , কোথায় গেলে ?
কোথা সে অমরাবতী সেথানে কি সুখ সতী ?
কি লাগি গিয়েছ বিশ্বসংসারটী ভুলে,
আহা কোথায় গেলে ?

৯

স্বামী পুত্র কন্যা যথা, শ্রেষ্ঠ স্বর্গ আছে তথা,
সেথানেই মন্দাকিনী সুমেরুর মূলে
দেবি ! কোথায় গেলে ?

১০

এ অকালে হেন ভাবে, কে জানে তুমি যে
যাবে
ভাসাইয়ে প্রিয়জনে শোক-অশ্রুজলে ।
দেবি ! কোথায় গেলে ?

১১

আহা কোথায় গেলে ?
হয়ে মোরা তোমা হারা, হয়েছি কাঙ্গাল-
পারা,
কাঁদিতেছি দিবানিশি পড়ি ভূমিতলে।
দেবি ! কোথায় গেলে ?

১২

গেলে যদি যাও সতি লভগে অমরাবতী,
মিশিয়া নক্ষত্রলোকে দেবীদের দলে ;
পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণপ্রেমে, গিয়েছ আনন্দধামে,
আদরে আনন্দময়ী লইবেন কোলে

স্বর্গগতা মহারাণী

হায়রে ব্রিটনেশ্বরী ভারত জননী,
পুণ্যবতী গুণবতী দেবী মহারাণী,
ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ার গৌরবের স্থল,
শরদিন্দু সম কান্তি শুভ্র সুবিমল
অৰ্দ্ধ ধরা যুড়ি যাঁর রাজ্য-সুবিস্তার,
করিল কঠিন কাল পতন তাঁহার !
হায়রে ব্রিটনেশ্বরি ভারতজননি !
গুণবতি পুণ্যবতি দেবি মহারাণি !
রুষ ফ্রান্স আমেরিকা তব ভয়ে ভীত,
তুমিও মা মৃত্যুমুখে হইলে পতিত ?

হায়রে কি সুকঠোর কালের নিয়ম,
অছেদ্য অভেদ্য তাহা বিষম দুর্গম
সমগ্র পৃথিবী কাঁপে যাঁর ভুজবলে,
সেও আজি হীনবল কালের কবলে!
রে মৃত্যু! জানিনু আমি এতদিন পরে
তব সম বলবান্ নাহি এ সংসারে।
সকলের প্রভু তুমি, সকলের রাজা,
স্তবে তুষ্ট নাহি হও, নাহি লও পূজা।
সদ্যোজাত শিশু হতে নবীন প্রবীণ,
রাজা হতে মহারাজা দীন হতে দীন,
কাহারো ত তব কাছে নাহিক নিস্তার,
তুমি মৃত্যু! পার কর ভব-পারাবার।
বিষম বার্দ্ধক্যজালা সংসার যন্ত্রণা
তব কাছে গেলে মৃত্যু কিছুই থাকে না।
সসাগরা ধরা সদা যাঁর ভয়ে কাঁপে,
জাপান জর্ম্মণি ভীত যাঁহার প্রতাপে,
তেজঃপুঞ্জ ভৃত্য খাটে যাঁহার পরশে,
সেও আজি ম্লানজ্যোতিঃ মৃত্যুর পরশে!
কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরি ভারতজননি!
দয়াময়ি গুণময়ি দেবি মহারাণি
জননী ধরিত্রী তুমি ভুবনবিজয়া,
কেননা করিলে দূর মরণের ছায়া?
কেন মা বসুধা-গর্ভে করিলে শয়ন,
শূন্য করি আপনার রাজ-সিংহাসন?

হায়রে বৃথার যুদ্ধ! তোর চিন্তা করি,
বুঝি আজ গতপ্রাণ রাজরাজেশ্বরী!
মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গের প্রতিমা,
প্রজার দুর্গতি-হরা দেশের গরিমা
ভারত আনন্দে ছিল মা মা ব'লে ডেকে,
কাঁদিবে এখন হৃদে শোকচিহ্ন এঁকে
কি কুক্ষণে এসেছিলি জানুয়ারী মাস!
মহারাণী হরিয়া করিলি সর্ব্বনাশ!
বাইশে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়
মহারাণী গিয়াছেন অমৃত-আলয়।
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা পরার্থপরতা
জ্ঞানের উজ্জ্বল সূত্রে ছিল প্রাণে গাঁথা।
মধুতে মাখান তব বদনের কথা,
একমাত্র তাপিতের দূর হ'ত ব্যথা।
ছিলে তুমি প্রজাদের প্রাণের সমান,
পরহিতে সমর্পণ করেছিলে প্রাণ।
পুণ্যবতি মহারাণি! নিজ পুণ্যবলে
গিয়াছ সংসার হতে স্বর্গধামে চলে!
যাও মা আনন্দধামে আনন্দদায়িনী,
আদরে নিবেন কোলে আনন্দরূপিণী
অনন্ত দিবেন শান্তি—অনন্ত মঙ্গল,
পুত্রশোকানল নিভে হইবে শীতল
নিদারুণ পুত্রশোকে এই বৃদ্ধকালে
মরিয়াছে মা আমার জ্বলে জ্বলে জ্বলে।

বিতরি প্রসাদ-বারি সেই পুণ্যলোকে,
যাও মাতা সুখে, ধাতা লইছেন ডেকে
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' তুমি সবাকার,
যেখানে সেখানে থাক লহ নমস্কার।

সকলি স্বপন

১

গুরুশ্রেষ্ঠ দেবোপম, সেই যে জনক মম,
ঠাকুর খুড়ার স্নেহ অমূল্য রতন।
আজি মম সকলি স্বপন।

২

সেই যে স্নেহের নদী, রাঙ্গা দিদি মেজো দিদি,
স্নেহের প্রতিমা সেই ভাই দুইজন*,
আজি মম সকলি স্বপন।

৩

শোভিত হৃদয় তল, সেই যে অতি উজ্জ্বল,
পবিত্র স্নেহের ফুল কালীপদ ধন
আজি মম সকলি স্বপন.

৪

স্বর্নদীর ঢেউ সম সেই যে পবিত্রতম,
প্রাণের জানকী ভাই হৃদয়রঞ্জন,
আজি মম সকলি স্বপন

---

*৺ বরদ কান্ত সেন বি এ ও ৺ কালীকুমার সেন এম এ, বি এল।

৫

স্বরগের দেবী সম, সেই যে শাশুড়ী মম,
স্নেহ স্বরূপিণী বিশ্ব-জননীর মত,
সব আজ স্বপ্নে পরিণত !

৬

পবিত্র কুসুম-থর, পদ্মপূর্ণ সরোবর,
সেই যে ভাগিনী হেম-লক্ষ্মীর মতন,
আজি মম হয়েছে স্বপন

৭

সেই যে দিদি মা দেবী, শান্তি করুণার ছবি,
দয়া ধর্ম্মে ছিল যাঁর মহৎ জীবন,
সব আজ স্বপন স্বপন !

৮

কত ভাল বাসিয়াছে, তারাও ছাড়িয়া গেছে
ছোট মামা, ছোট মাসী কত দিন যায়,
সব আজ স্বপ্ন-সম হায় !

৯

পবিত্র ফুলের মত, সৌরভ ঢালিত কত
হৃদয়ের রক্ত-সম শৈলজা রতন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

১০

এই যে কদিন হ'ল, বুকে মারি তীক্ষ্ণ শেল,
গিয়েছেন ছোট দাদা* ভেঙ্গে দিয়ে মন,
তাও আজ হয়েছে স্বপন

* ৺ উমাশঙ্কর সেন, যাঁহার মৃত্যুতে 'বিষাদ ও বেদন' লিখিত হইয়াছে।

১১

সে কৃষ্ণ মথুর দাদাও, কাহত মধুর কথা,
যেমন আছিল দয়া ভকতি তেমন,
আজি মম সকলি স্বপন

দেবী দয়াবতী।

(স্বর্গগতা মোক্ষদাসুন্দরীর বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস)

কে হরিল কোথা গেল হরি হরি হরি।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, অমরার ফুল-লতা,
জগতে পুণ্যের জ্যোতি মোক্ষদাসুন্দরী। ১

এ অকালে কে হরিল নবীন ব্রততী?
কার হেন অভিশাপে, দগ্ধ হই পরিতাপে,
সে পুণ্য-প্রতিমা স্মরি গাই শোক-গীতি ২

কে জানে মহিমা তব মোক্ষদাসুন্দরি
পূত তব প্রতিকৃতি, সৌন্দর্য্যের খেত-খুঁদী,
মহীয়সী মহাশয়া তুমি দেবনারী,
কে তোমা হরিয়া নিল হরি হরি হরি। ৩

কি না তুমি সহিয়াছ সহিষ্ণুতা গুণে—
গুরুজন-অত্যাচার, শতবার কোটিবার,
কি শোক না সহিয়াছ কোমল পরাণে। ৪

---

* পুরাতন বিশ্ব সী ভৃত্যাধম

ইনি শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র সেন, এম্ এ, ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, মহাশয়ের পত্নী।

কোমল কুসুম সম কুমার কুমারী,
কত যে কালের কোলে, এ বয়সে দেছ ফেলে,
তথাপিও ছিলে স্থির পুণ্যবতী নারী ৫

অবশেষে কি করিল নিদারুণ বিধি ?
সোণার কুসুম-সম নিরুপম অনুপম,
পাগল হইল পুত্র হৃদয়ের নিধি ! ৬

সোণার শশাঙ্ক চারু প্রথম সন্তান,
সে যে উপযুক্ত ছেলে, পুত্রবধূ পাবে কোলে,
সুখের আশায় ছাই, দগ্ধ হোল প্রাণ। ৭

আঘাতে আঘাতে ক্ষত হইল হৃদয়,
শেষকালে মহাঝড়ে, সমূলে ভাঙ্গিয়া প'ড়ে,
নিবিল জীবন-দীপ—লভিলে চিন্ময় ৮

কায়মনে পুজিয়াছ স্বামীর চরণ
ননদ দেবরগণে, তুষিয়াছ প্রাণপণে
দাস দাসী লোক জনে করেছ যতন ৯

গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে সরলা,
তব সম শুদ্ধ-মতি রমণী বিরল অতি,
ছিল না অন্তরে তব কোন কূট ছলা ! ১০

দেখ সতি ! প্রাণপতি যে ছিল তোমার,
যে আগে তোমার তরে, প্রাণ দিত বুক চিরে,
সেই আজি করিতেছে বিবাহ আবার ! ! ১১

কাল তুমি ছিলে যাঁর হৃদয়ের ধন,
আজ তুমি গেছ মরে, সে পুনঃ বিবাহ করে,
হায়রে কি বিষময় সংসার-কানন ১২

যে নাকি প্রাণের প্রাণ প্রাণকান্ত মণি,
সে নাকি হৃদয়েও ভুলে অন্যেরে প্রেয়সী বলে!
হায়রে পতির প্রেম ক্ষণিক এমনি। ১৩

সংসারে এমনি যদি কুৎসিত নিয়ম,
তবে সতী পুণ্যবতী, পেয়ে গেলে অব্যাহতি
এমন পতির প্রেমে কিবা প্রয়োজন? ১৪

তব পুণ্যময় স্মৃতি লইয়া আমরা
কতবার খেদ করি, কাঁদিব জীবন ভরি,
ভাবিতে ভাবিতে হব ভাবে আত্ম-হারা ১৫

সংসার-নরক-কূপে লভি অব্যাহতি,
যাও সতী স্বর্গপুরে, স্বরগ কুসুম-ঘরে,
মহা আলোকের রাজ্যে দেবী দয়াবতী ১৬

শ্রীক্ষেত্র।

তব কোলে দেড় কোটি দেবতার বাস।
প্রস্তরে ক'রেছ ভূষা,
পাহাড় পর্ব্বতে বাসা
মন্দির অধর ওষ্ঠ, শঙ্খধ্বনি ভাষ। ১

মোহিনী প্রকৃতি রাণী সুমোহন বেশে
ফুলের আলেখ্য আঁকি,
লতায় পল্লব রাখি,
সোণা-মুখে সোণামুখী কত হাসি হাসে।২

সাগর তোমার শয্যা, বালী উপাধান,
তরঙ্গ বিশাল পাখা,
সমীরে শরীর ঢাকা,
ঝাউ তরু ভাগ্য-লক্ষ্মী সাধিছে কল্যাণ ৩

চারিদিকে কাটেশ্বরী কুসুম সকল,
চরণ-নূপুর-রূপে
শোভিতেছে স্তূপে স্তূপে,
অঞ্চল বানরদল সতত চঞ্চল। ৪

লোকনাথ জগন্নাথ কিরীট কুণ্ডল,
জগন্নাথ-পুরীধাম
তোমার বিখ্যাত নাম,
শরীর বিমলা দেবী অমল কমল ৫

মার্কণ্ড চন্দনতলা* নয়ন তোমার,
* ইন্দ্রদ্যুম্ন সুবিমল,
* শ্বেতগঙ্গা সুশীতল,
শ্রবণযুগল তব অপূর্ব্ব বাহার। ৬

---

* পুষ্করিণীর নাম

চক্রতীর্থ হইয়াছে কবরী শোভন।
সুগাব ভাঠি'রন'ল',
বুঝি বা তোমার গলা
সর্ব্বাঙ্গে সন্ন্যাসী সাধু অপূর্ব্ব ভূষণ ৭

স্বর্গদ্বার হয় তব কপালে তিলক,
হৃদয়ে মঠের হার,
ফুলে ফুলে কি বাহার,
বারিপূর্ণ স্বর্ণকূপ নাসার নলক। ৮

শ্রীমহাপ্রসাদ তব কমল বদন,
বিল্বপত্র ফুলদল
অতি পূত হৃদিতল,
সুমধুর হাস্য রোল হরি-সঙ্কীর্ত্তন ৯

দূরবা অপরাজিতা অলক তোমার,
জিনিয়া বসন্ত চাঁপা,
পদ্ম করবীর থোপা,
স্থলপদ্ম সম শোভা ধরে অনিবার।১০

রসনা চরণামৃত নির্ম্মাল্য মেখলা,
সৌন্দর্য্য ঘৃতের বাতী,
কটাক্ষ মন্ত্রের পুঁথি,
দেবকাজে রত সদা তুমি দেববালা। ১১

এত দিন তব কোলে ছিলাম জননী,
এখন বিদায়কালে

ভাসিতেছি নেত্রজলে,
বিদায় দাও মা পুরী পতিতপাবনী ।১২

আবার পবিত্র পদে দিও মা আশ্রয়
বিষম সঙ্কটে পড়ি
যাইতেছি তোমা ছাড়ি,
রাখিও রাখিও দয়া সকল সময় ১৩

বৈতরণী নদী

বৈতরণী তব নাম শুনেছি মা কত !
আজি তব রূপ হেরি,
চক্ষু পালটিতে নারি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে নেহারি সতত ॥

বৈতরণী বৈতরণী মহাতীর্থ তুমি,
তোমারে যে হয় পার,
যম-ভয় নাহি তার,
গঙ্গা মৃত্তিকার সম পূত তটভূমি ।

মৃদু স্রোতভরে কর মৃদু কুল্ কুল্,
ম্লান-সন্ন্যাসিনী-বেশে,
ফিরিতেছ দেশে দেশে,
স্বর্গের অপ্সরা তুমি মরতেতে ভুল্

বৈতরণী মা আমার মহা-পুণ্যবতী,
শরীরে সামান্য সাজ,
সর্ব্বদা মহৎ কাজ,
ধীরা স্থিরা সুগম্ভীরা শুদ্ধ শান্তমতি।

তব তীরে যেই জন ধান্য দান করে,
গো দান ও ভূমি দান,
করে যেই ভাগ্যবান্,
অনায়াসে স্বর্গধামে পশে সে অচিরে।

বৈতরণী * তীরে আর যাইতে না হয়,
না থাকে তাহারে আর
শমনের অধিকার,
ভুগিতে না হয় তারে দুস্তর নিরয়।

পরহিতে বৈতরণী দিয়েছ শরীর,
তব নীরে করি স্নান,
হয় সবে পুণ্যবান্,
আগ্রহে সকলে তাই স্পর্শে তব নীর।

ধবল-বরণা নদী ধীরে প্রবাহিত
হও তুমি নিশি দিন,
তরঙ্গ-ভ্রূকুটিহীন,
বুক-ভরা বীচিমালা করিছে সজ্জিত।

* কথিত আছে যমরাজ জীব আত্মাকে পৃথিবী হইতে শমন ভবনে লইয়া যাইবার সময় বৈতরণী নদী পার করাইয়া লইয়া যান। উড়িষ্যার বৈতরণী পার হইলে আর সে বৈতরণী পার হইতে হয় না।

ধীর গম্ভীর যেন সম্ভ্রমে সম্ভ্রমে,
বাকা-শশী হাসি হাসি,
সারা নিশি যায় ভাসি,
জ্বলন্ত নক্ষত্রজ্যোতি জ্বলয় সবগে

কে গো দেবী বৈতরণী জননী-সমান,
শ্রান্তিহীন অহরহ
যাচিয়া দিতেছ স্নেহ,
করিছ দুর্ব্বল প্রাণে মহা-শক্তি দান?

সমুদ্র

আহা হা সমুদ্র তুমি মধুর কি এত!
টলমল নীল-কায়,
উছলি উছলি যায়,
নীল তরঙ্গের মালা নীল পরবত ১

আহা হা! সমুদ্র তুমি অনন্ত গভীর,
বিকাশি দশন-ফেন,
মহাকাল ফণী যেন,
অনন্ত লহরীরূপে হতেছে বাহির। ২

অহো হো সমুদ্র তুমি অনন্ত অব্যয়,
নেহারি ও নীল-কায়
জীবাত্মা স্তম্ভিতপ্রায়,
পলকে নীরধি তুমি করিছ প্রলয় ৩

লবণাক্ত দেহ তব মহা পারাবার,
জলরাশ তোমার জলে
নানাবিধ রত্ন মেলে,
রত্নাকর নাম তাই হয়েছে তোমার। ৪

সমুদ্র! তোমারি গর্ভে ছিল সুধা ধন,
তোমারে মন্থন করি,
সে রতন নিল হরি
চোরের মতন আসি লোভী দেবগণ ৫

তোমারি গর্ভেতে সিন্ধু রহে প্রভাকর,
উদয় অচল কোথা,
মিথ্যা বুঝি সে বারতা,
তুমিই প্রসব কর উষার ভাস্কর। ৬

অযুত অযুত বর্ষি স্বর্গীয় কুসুম
তোমারি উদর হতে
উঠে সূর্য্য শূন্য পথে,
সমীর স্বননে ভাঙ্গে প্রকৃতির ঘুম। ৭

তব নীরে সূর্য্য-অস্ত অতি মনোহর!
অংশুভরা অংশুমালী
তব অঙ্গে অংশু ঢালি,
ধীরে ধীরে নীল নীরে প্রবেশে ভাস্কর। ৮

সমুদ্র! সর্ব্বদা আর্দ্র তটপ্রান্ত তব,
দিবানিশি তব নীরে

হাঙ্গর কুম্ভীর ফিরে,
বালুকায় লোটে কায় ওহে মহার্ণব ১০

সমুদ্র ! জীমূত মন্দ্রে গর্জ্জ দিবা নিশি ,
গভীর তোমার স্বর,
অতিশয় ভয়ঙ্কর,
আতঙ্কে সশঙ্ক সদা তব তটবাসী ১১

মহার্ণব মহা পাপ নরলোকে কয় ;
কখনো পরের ধন,
তুমি না কর গ্রহণ,
তিলটা ফেলিলে জলে কূলে আসি রয় ।১২

সায়াহ্নে ফুলের মালা সদৃশ সাগর,
অনন্ত শরীর হয়
শুধু রশ্মিপুষ্পময়,
ঊর্ম্মি পরে ঊর্ম্মি যেন পুষ্প-অদ্রি-স্তর ১৩

মধ্যাহ্নে নীলাম্বু তুমি ধবল-আকার,
ধবল গিরির সম
মধুর মধুরতম,
অপরাহ্নে সোণা-মাখা দেখিতে বাহার ১৪

কে রচিল এ বিশাল নীল পারাবার ?
কে গো সে মহিমাময়,
যাহা ভাবে তাই হয় ?
ধন্য সেই দয়াময়ে করি নমস্কার ১৫

তটিনী।

তটিনি! তটের সাথে কি খেলা খেলাও?
সদা কুলু কুলু নাদ,
এত কি মনের সাধ,
সরলা সুন্দরী বেশে জগৎ মাতাও ১

কি ক্রীড়ায় মগ্না তুমি নির্ম্মল-সলিল?
মুখে শুভ্র ফেন সর,
সৌন্দর্য্য অধিকতর
কি খেলা খেলাও তুমি তরঙ্গ-কুন্তল ২

তব তটপ্রান্তে নদি! তরু লতা দল,
শ্যামল সৌন্দর্য্যভরে,
চারিদিক্ শোভা করে,
তার নীচে নাচে গায় বিহঙ্গ সকল ৩

তব তট-প্রান্তে নদি! কতই কানন,
ছায়া-কুঞ্জে সুসজ্জিত,
থাক গো তুমি নিয়ত,
ছিন্ন পুষ্পদলে কর শরীর শোভন। ৪

আকাশের চন্দ্রাতপ তোমার তটিনি!
তব অঙ্গে অলঙ্কার,
দেবতার উপহার,
দিবসে রবির কর নিশিতে চাঁদনী ৫

লহরে লহরে খেলে অধীর সমীর,
হংসী ও হংসযূথ,
ক্রীড়া করে অবিরত,
কখনো চপলা তুমি কখনো গভীর ৬

কখনো তটিনি! তুমি মধুর-মুরতি,
কখনো তরঙ্গতলে,
ফেনার চিকুর খুলে,
পলকে ধরলো তুমি ভীষণ আকৃতি। ৭

কখনো তোমার জলে লহরে লহরে,
ধীরে ধীরে বায় বায়,
তরীগুলি ভেসে যায়,
কখনো তরঙ্গে তারা টলমল করে। ৮

সন্ধ্যার কনক-ছটা কিবা চমৎকার!
রাশি রাশি ভাঙা শশী,
আবেশে যেতেছে ভাসি,
তারা-প্রতিবিম্ব স্বর্ণমেখলা তোমার ৯

গোধূলির আব্‌ছায়া নীলাম্বরী শাড়ী,
ঊষার রাতুলাধরে,
বুকে রাঙা ফুল ঝরে,
জীবের জীবনলীলা মহিমা তোমারি।
জীবনদায়িনি! জীবে তুমিই বাঁচাও;
তটিনি! তটের সাথে কি খেলা খেলাও? ১০

বসন্ত-প্রভাত।

১

এস এস মধুময় নবীন অতিথি,
কোলে মলয়ের ডালা, কুন্তলে কুসুমমালা,
শ্রীঅঙ্গে আনন্দগাথা, আঁখিভরা ভাতি

২

নবরূপে রূপবতী গরীয়সী ধরা,
কোমল কুসুম কোলে, কিরণে পরাগ জ্বলে,
বিশ্বপ্রেমে সমীরণ সুখে আত্মহারা।

৩

বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি নীলিম আকাশে
পাখী গায় জয়-গাথা, সুখে ভোর ফুল লতা,
কম্পিত বাঁধুলী-বধূ মৃদুল বাতাসে।

৪

মুখরিত কোকিলের অশ্রান্ত কূজনে
কোমল কুসুমারণ্য, অতীত কালের পুণ্য,
প্রকৃতির এই সুখ বিধির বিধানে

৫

গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন মুকুলে মুগ্ধ অলি,
মৃদু গুঞ্জরিয়া ফিরে, পত্র পুষ্প শোভা করে,
আঁকা বাঁকা শ্যাম শাখা, লতা আছে ঝুলি।

৬

পল্লবিত শ্যামতরু শিশিরাশ্রুভরা,
নবীন কিরণ টুকু, ধীরে ধীরে তোলে মুখ,
প্রাণ ভেদি ফোটে যেন সুখের ফোয়ারা।

৭

দিগ্‌বধূ সজ্জ করে পুষ্পহার গাঁথি।
ভ্রমরার ভোঁ ভোঁ গান, মাতাইয়া তোলে প্রাণ,
ফুলবনে ফুল আছে মধুশয্যা পাতি।

৮

আকাশের নিরঞ্জনে ঢালে শোভারাশি
নবীন নীরদমাল, প্রকৃতির কেশজাল,
প্রভাতের শুভ্র হাসি তাহে আছে মিশি।

৯

লোহিত উজ্জ্বল আভা নীল নভে জ্বলে,
নদীটি প্রফুল্লমুখ, ক্রীড়া চঞ্চলিত বুক,
তরীটী আরোহী নিয়ে ধীরে যায় চলে।

১০

স্নাত হয়ে সিন্ধু-নীরে তরুণ তপন,
আপন আহ্নিকাগারে প্রবেশিছে ধীরে ধীরে,
তার রূপে চরাচরে ঝরিছে কিরণ।

ফুলবন

১

মধুর অপরাজিতা ফুল্ল উপবনে
আঁধারে ছড়ায়ে দিয়ে একরাশি চুল
পূজিছে দেবমাত্র ধ্যানে নক্ষত্রকিরণে,
পূরবী রাগিণী ঢেলে ক্লান্ত অলিকুল।

২

পরেছে গোলাপদলে সুবাসের ধূম,
জাগ্রত পরাণে যেন স্বপনের ভুল
চন্দ্রমা ছড়িয়া দিছে জোছনা কুসুম,
অদূরে মানস-নদী গায় কুল কুল।

৩

বনময় আধ আধ জোছনার পাত,
সন্ধ্যার স্বর্ণরাগে উজ্জ্বল কানন,
সুখে মগ্ন শোভাময়ী জোছনার রাত,
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি কনক কাঞ্চন।

৪

বিনোদ কুসুমগুচ্ছ নাচে চারি ভিতে,
আঁকা বাঁকা তরুচ্ছায়া ঢলে পড়ে গায়
সুপ্ত চেতনার স্পর্শ গভীর নিদ্রাতে,
মারুত মধুর স্বপ্ন পরশিয়ে যায়।

৫

স্থানে স্থানে অত্যুজ্জ্বল কুসুমবীথিকা,
জোছনা শর্ব্বরীশেষে সে পথে পলায়
তাহার বিরহে ঝরে সেফালি বালিকা,
মলয় মারুত তারে ধরিবারে ধায়।

৬

লতার তরঙ্গ তুলি মুক্তাকাশতলে
কানন পবন ল'য়ে নাচিছে হরষে,
কামিনীকুন্তল যথা সাজে মুক্তাদলে,
তেমনি এ ফুলরত্ন শোভে সে উরসে

নৈশ প্রকৃতি।

নবীন পল্লব বল্লরী-শোভিত
ফুল্ল ফুলগুলি দুলিছে বায়,
নৈশ চন্দ্রাতপ জ্বলিছে কিরণে,
ধক্ ধক্ তারা ভাতিছে তায়।

নব তরুরাজি দুলিছে সুধীরে,
জোছনার হাসি পড়িছে ঝরি,
টুউ টুউ টুউ ডাকিছে কোকিল
ভূলোক দ্যুলোক আকুল করি।

কোমল-কুসুমে শোভি কিশলয়
চুমিছে শ্যামাকে ঘুমের ঘোরে,

পাপিয়ার সাথে দয়েল দয়েলা
ঘুমায় দাড়িম তরুর শিরে।

মরি কি মধুর কি মধুর মরি
রাজীবরাজিতে ঘুমন্ত অলি,
চারি দিকে যেন রয়েছে ঝুলিয়া
নলিনীদলের অলকাবলী।

নবীন তরুটী ধরি নানা জাতি
বিহঙ্গমকুল শ্যামল বুকে,
শিশিরসলিলে ধৌত করি দেহ
দাঁড়ায়ে রয়েছে পরম সুখে।

নীরব রজনী, নীরব অবনী,
নীরবে হাসিছে সোণার চাঁদ,
বনপথ হ'তে ফুলের সুরভি
ঠেলিয়া উঠিছে ফুলের বাঁধ।

নীরবে নীরবে বিশ্বরাজ্য ভ্রমি
নিদ্রা খেলিতেছে স্বপনখেলা,
জ্যোৎস্নার কোলে ছায়া বিনোদিনী
বেশ আলু থালু, কুন্তল খোলা।

কার এ রচনা নিশীথ-প্রকৃতি,
কোন্ কারিকর রচিল ধরা?
কার ভুজশোভা নৈশ বিশলয়,
জ্যোৎস্না কানন কুসুমভরা?

কে সৃজিল এই অনন্ত জগত,
অনন্ত প্রকৃতি, অনন্ত খেলা ?
অনন্ত অব্যয় তিনিই ঈশ্বর,
কে বুঝিতে পারে তাঁহার লীলা ?

কুসুম-ব্রতত্তী।

নীরব নির্জ্জনে বসি নিকুঞ্জ কাননে
কি স্বপন দেখিতেছ কুসুম ব্রততি ?
চুমিতেছে সোনামুখ আদরে যতনে
কনক কিরণ ঢালি হাস্যময়ী উষা
প্রকৃতি দিতেছে খেলা মলয় অনিলে ;
তোমার প্রণয়াসক্ত শারদ চন্দ্রমা
নিশীথে সাজায় তোমা রজতভূষণে।
তব রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমিক তারকা
লুকাইয়া আসে বুঝি নিত্য সন্ধ্যাবেলা,
ধুইয়া দিতেছে অঙ্গ স্বর্গ-মন্দাকিনী
শিশির সলিলরূপে আসি ধরাতলে ?
ভ্রমর-ভ্রমরী-বেশে দেবদেবীগণ
তোমারই গুণগান করে বনে বনে,
কুসুমবদনে তব প্রসাদস্বরূপ
দিতেছে দেবতাগণ মকরন্দ সুধা

বসন্ত-সন্ধ্যা ।

শ্যাম সন্ধ্যাবেলা
ফুলে ফুলে খেলা
খেলিছে প্রকৃতি দেবী,
কিবা উজল
শশি মেঘতল
কত আঁকে প্রতিকৃতি !

বায়ুর সায়রে
সুরভি সাঁতারে
দশ দিক্ মাতাইয়া,
প্রাণভরা হাসি
হেসে আসে শশী,
রূপ সুধা ছড়াইয়া ।

গোলাপ তরুটী
সোজা ভাবে উঠি
নাচে লতা দোলাইয়া ।
হাসিছে জোছনা,
নাহিকো বেদনা,
ধুলে দেহ লোটাইয়া ।

শুভ্র নিরমল
নীল নভস্থল
তারকামণ্ডিত-কায়,

গান করে পিক,
স্তব্ধ দশ দিক্,
উথলে সুবাস বায়।

সরোবর-বারি
কাঁপে ধীরি ধীরি,
হাঁস ফিরে আসে ঘরে ;
নবনীর তীরে
শীতল সমীরে
বাঁশঝাড় খেলা করে।

বসন্ত-নিশি।

উজল চাঁদিনী, মধুর যামিনী,
হরষে জগত হাসে
চারু সারোবর, কাঁপে থর থর,
শিশিরে বসুধা ভাসে

শ্যামল কানন লতা কুঞ্জবন,
দয়েল দয়েলা ঘুমে
গন্ধে ভরভর ফুল্ল ফুলথর,
মলয় অনিল চুমে।

কোকিল কোকিলা করে নানা ছলা
চন্দ্রালোকে খুলি পাখা।

রূপে ঢল ঢল নয়ন উজল,
মধুর আনন রাকা।

ছায়া সুকুমার ঢাল দেহভার,
জোছনার আসে পাশে,
সজল নয়ন মলিন বদন
কুসুম সৌরভে হাসে।

অমর বালিকা, কুসুম-কলিকা,
কিশলয় বাহু নাড়ে,
সুখে মাতোয়ারা ভ্রমরী ভ্রমরা,
মধুর ঝঙ্কার ছাড়ে।

ব্রততী।

নিরিবিলি বসিয়া নীলাকাশে চাহিয়া
কি দেখিছ ব্রততি?
কোলে তোর বালিকা কুসুমের মালিকা
ঢালে মৃদু বিভাতি।

নভ পটে থাকিয়া মৃদু আলো ঢালিয়া
তারা করে পিরীতি,
সমীরণে চলিয়া শ্যাম বাহু তুলিয়া
কর তারে প্রণতি।

মুখভরা জোছনা হাসে কত শোভনা,
তুলি সুধা লহরী।

শ্যামবনে পাপিয়া শাখা'পরে থাকিয়া
দেখে তব মাধুরী
অমিয়ার সরসে মন-অব্জ বিকাশে,
তোরে দেখে রূপসী !
কোথা তুই পাইলি কোন্‌খানে শিখিলি
এ পবিত্র সুহাসি ?

পুণ্য ।

১

মানব দেবতা হয় তোমার প্রভাবে
তুমি মানবের গুরু, সুখদানে কল্পতরু,
অনাসক্তি ঢেলে দেও বিষয় বিভবে

২

মানবজগতে তুমি স্বর্গ সুন্দর,
পুণ্যেতে মমতা হয়, ক্ষমা নিষ্ঠা উপজয়,
পরার্থপরতা তব চির-সহচর ।

৩

পুণ্যালোকে ফুটে উঠে সদ্ভাব-মঞ্জরী,
প্রীতির ফোয়ারা উঠি, চারি দিকে পড়ে লুটি,
সুখ শান্তি কত আন আবাহন করি ।

পরমেশ !

তোমার সন্তান হ'য়ে কেন এত কষ্ট পাই ?
তবে কি বাসনা ভাল ? তাহাই শুনিতে চাই ।
এত দিন যত্নে স্নেহে পালন ক'রেছ মোরে,
এবে কি ছাড়িয়া গেলে ফেলিয়া বিপদ-ঘোরে ?
এতদিন কোলে কোলে কাছে কাছে রাখিয়াছ,
এবে কি বিপথ দেখি একেবারে ছাড়িয়াছ ?
যা ব'লেছি তা শুনেছ, জাগ্রৎ দিয়েছ দেখা,
কে বল কোথায় আছে এমন সুহৃৎ সখা ?
পলকে ব্রহ্মাণ্ড গড়, জড়েতে চেতনা দাও,
করুণাসাগর তুমি করুণা কটাক্ষে চাও ।

দেব-সন্নিধানে ।

১

সহিতে পারি না ক্লেশ আর ।
কোথা আছ কতদূরে, এই দিকে এস ঘুরে,
উন্মুক্ত রেখেছি দেখ হৃদয়ের দ্বার ।

২

পাপপঙ্কে কর্দ্দমিত যদিও এ স্থান,
হরিনাম গঙ্গাজলে, ধৌত করি কুতূহলে,
পবিত্র প্রফুল্ল কত করিব পরাণ ।

৩

সর্ব্বদা হ'তেছে দগ্ধ হৃদয় আমার,
বিষম বিষয়ানলে, দিবানিশি মরি জ্বলে,
সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত ভব পারাবার
সহিতে পারি না ক্লেশ আর।

৪

ওহে স্ব-প্রকাশ ! আর থেক না গোপনে ;
হৃদয়ে উদয় হয়ে পাপতম বিনাশিয়ে,
লও দেব পাপিনীরে তব সন্নিধানে

মধু মাধবী।

মাধবী মায়ের কাছে শুষ্ক দুর্ব্বাদামে
একান্তে বসিয়া আছে মলিন বদন
মাধবীর ছোট ভাই মধুব্রত নামে
দুহাতে বদন ঢাকি করিছে রোদন

জননী পীড়িতা অতি স্থির আঁথি তারা,
ঘন ঘন জোরে জোরে পড়িছে নিশ্বাস,
শক্তিহীনা জ্ঞানহীনা, নাহি শব্দ সাড়া,
অঙ্গতলে ধূলিমাথা জীর্ণ শীর্ণ বাস।

পশ্চিমে ডুবিল রবি সন্ধ্যা হয় হয়
এখনও অভাগিনী আছে অনশনে,
ক্রমে ক্রমে উপনীত মৃত্যুর সময়,
অন্তিমে দুইটী ধারা ঝরিল নয়নে।

মাধবী মায়ের চোখে বারিধারা হেরি
বস্ত্রাঞ্চলে মুছি দিলা, কহিলা কাঁদিয়া
"মাগো মা, একটী কথা কহ দয়া করি,
পড়িল কি অশ্রুজল ক্ষুধার লাগিয়া ?"

তখন মধুরে ডাকি কহিলা কাতরে,
"যাও ভাই, যাও তুমি গ্রামের ভিতর,
ভিক্ষা করি আন কিছু জননীর তরে,
ক্ষুধায় দুর্ব্বল মাতা আছে নিরুত্তর।"

পঞ্চমবর্ষীয় মধু বালক সুধীর,
দুনয়নে শোক-অশ্রু ঝরঝর ঝরে,
সারাদিন অনাহারে ক্ষুধায় অস্থির,
বলিল "যাইতে মোর বড় ভয় করে।"

সন্ধ্যার আঁধারে মগ্ন দিগ্‌দিগন্তর,
একটী মানুষ নাহি আসে এতদূরে,
বায়ুভরে তরুশ্রেণী কাঁপে থরথর,
মাধবীর ক্ষুদ্র হিয়া দুরুদুরু করে।

অবশেষে সাহসেতে করিয়া নির্ভর
মধুরে চুম্বন করি কহিলা মাধবী
"ভয় নাই ভাই। তুমি মোর বাক্য ধর,
সম্মুখেতে যাও পাছে রাখিয়া অটবী"

অদূরে আলেয়া জ্বলে সরোবরতীরে,
প্রদীপ ভাবিয়া মধু সেইখানে যায়

"ভিক্ষা দেহ, ভিক্ষা দেহ" কহে উচ্চৈঃস্বরে,
কিন্তু কাহাকেও তথা দেখিতে না পায়।

ক্রমে ক্রমে হ'ল শিশু গ্রামে উপনীত,
গৃহে গৃহে জ্বলিতেছে প্রদীপ উজ্জ্বল,
নীলাকাশ হইয়াছে নক্ষত্রে খচিত,
ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল।

হেনকালে মধু এক গৃহস্থের দ্বারে
প্রবেশি চাহিল ভিক্ষা গৃহস্থে ডাকিয়া,
"নিশীথে কিসের ভিক্ষা? দেহ দূর করে"
গৃহস্থ এ কথা বলি দিল তাড়াইয়া।

অন্য গৃহস্থের ঘরে প্রবেশি তখন
ভিক্ষা দেহ বলি মধু ডাকে ঘন ঘন।
কহিল গৃহস্থ এক নামেতে সুজন
"হে শিশু! এসেছ তুমি একা কি কারণ?"

বালক বলিল "আর কেহ মোর নাই,
জননী পীড়িতা অতি ক্ষুধায় দুর্ব্বল,
কেবল আমরা আছি দুটী বোন ভাই,
মার কাছে দিদি আছে, কে আসিবে বল?"

"বাবাও মরিয়া গেছে না খাইতে পেয়ে,
কত দিন হয় ফিরে আসিবে না আর,
মাও বুঝি মরে আজ না খাইতে পেয়ে;
যে মরে, সে ত গো নাহি আসে পুনর্ব্বার।"

বলিতে বলিতে শিশু হইল অধীর,
বদন ভাসিয়া গেল নয়নের জলে।
সুজন বালকে কিছু করিয়া সুস্থির
একটী দুধের বাটী দিল হাতে তুলে

সুজনের এত দয়া করিয়া দর্শন,
বালক স্তম্ভিত হয়ে রহিল দাঁড়ায়ে,
বলিল মাতার মুখে করেছি শ্রবণ
দেবতারা দয়া করে অনাথ দেখিয়ে।

"তুমি কি দেবতা তবে ?" এ প্রশ্ন শুনিয়া
সুজন স্তম্ভিত হ'ল, হৃদয়ে তাহার
উঠিল দয়ার সিন্ধু বেগে উথলিয়া,
বহিল নয়নপ্রান্তে প্রেম অশ্রুধার।

সুজন মধুরে লয়ে চলিল সত্বর,
মৃতা জননীর দেহ আলিঙ্গন করি,
মাধবী পড়িয়া যথা করিছে চীৎকার,
কাঁদিল সুজন কত সেই দৃশ্য হেরি।

"কেঁদ না কেঁদ না বালা" সুজন বলিল,
"জন্মিলে মরিতে হয় শিক্ষা কর আজ
ঈশ্বর আমারে হেথা পাঠাইয়া দিল,
সাধিতে যতন করি তোমাদের কাজ।"

"দুধটুকু ভাই বোনে এসে কর পান,
গেছেন জননী তব অনন্তের কাছে,

সময় হইলে তথা যাবে সর্ব্বজন,
তেমন সুখের দেশ আর কোথা আছে?"

সুজনের কথা শুনি কাঁদে ভাই বোন,
"এনেছিনু দুধ যে গো জননীর তরে,
সেই দুধ এবে মোরা কিসে করি পান,
ক্ষুধায় কাতর হয়ে মা যে গেছে মরে।"

অনাহারে অনিদ্রায় জননীর বুকে
শীতের রজনী তারা করিল প্রভাত।
সুজন সে দৃশ্য হেরি অতি দুঃখে শোকে
নীরবে করিল হায়! কত অশ্রুপাত!

চলিল সুজন গৃহে রজনী প্রভাতে
আনি অর্থ নিয়োজিতে এদের সেবায়।
অর্থ বিনা কোন কাজ হয় না জগতে
"অর্থ লয়ে পুনরায় ফিরিব হেথায়।"

রজনীর অন্ধকার হল বিদূরিত,
অপূর্ব্ব আলোক-মালা উঠিল ফুটিয়া,
শিশিরে কুসুমপুঞ্জ হ'ল বিভাসিত,
বন্দিল মা বসুন্ধরা আলোকে মাতিয়া।

বালক বালিকা দুটি কেঁদে দিশাহারা,
চারি দিকে কৃষকেরা করে গোচারণ।
গর্জ্জন করিয়া কহে "কে কাঁদিস তোরা,
ক্ষেত্রপ্রান্তে মৃতদেহ এ কি অলক্ষণ!"

কৃষকেরা তাড়াইল দূর দূর করি,
বালক বালিকা দুটী কোথা চলে গেল
সুজনে অন্বেষি তারা ফিরে ঘুরি ঘুরি
কোথাও তাঁহার হায় দেখা না পাইল।

গুটি কত টাকা নিয়ে সুজন তখন,
উপস্থিত হ'ল সেই শস্যক্ষেত্রধারে,
চারি দিকে কৃষকেরা করে গোচারণ,
জিজ্ঞাসিল "দেখেছ কি শিশু দুজনারে?"

"মৃতা জননীর বুকে শুষ্ক পুষ্প পারা,
শোকে দুঃখে অনাহারে জীর্ণ দেহ থাক,
কোথা গেল কোথা গেল সে বালক বালা?
বলিয়া বাঁচাও প্রাণ দেখে যদি থাক।"

মহৎ সুজনে তারা বাতুল ভাবিয়া,
প্রহার করিয়া ক্রোধে তাড়াইয়া দিল।
ভূধর কন্দর বন খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সুজন নিরাশ হ'ল দেখা না পাইল।

এক দিবসের পর দেখে নদীকূলে
নিদ্রিত মাধবী মধু মরণের ছায়,
উভয়ের ভুজযুগ উভয়ের গলে,
দেখিয়া সে চাঁদমুখ প্রাণ ফেটে যায়।

সুজন সে দৃশ্য হেরি উন্মত্তের মত
আপনার দেশ ছাড়ি ছুটিয়া চলিল,

বহু যত্নে বহু অর্থ করিয়া সঞ্চিত,
মাধবী মধুর নামে অন্নছত্র দিল।

বীণাপাণি।

প্রীতি-প্রেমময়ী রমণীরতন,
বিকশিত পদ্মকাননে,
হীরকপ্রবালে কবরী বন্ধন,
সরসিজাসন-শোভনে

জ্যোতির্বিমণ্ডিত কমনীয় কায়,
সন্ধ্যার নীলিমা অলকে,
লম্বিত অঞ্চল সুচঞ্চল বায়
সৃষ্টি স্থিতি করে পলকে

মকরন্দ-ভরা বসন অমল
বিমল মুকুতা হৃদয়ে,
কমল নয়নে কটাক্ষ সরল—
দীন জনে লয় তাকিয়ে।

অরবিন্দশোভি অমৃত অধর
চরণে প্রফুল্ল কুসুম,
মহামহোৎসবে দেয় নারী নর
সে পদে আবির কুঙ্কুম

মুকুতামণ্ডিত-বীণা করতলে
শোভাময়ী বীণাবাদিনী
বিদ্যা বিতরিছ মানুষ-মানসে
চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িনী।

শুভাশীর্ব্বাদ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

সুনীতি স্বর্গের ছবি সুধার প্রতিমা!
শরতের সরোজিনী শশীর সুষমা!
শুভ দিনে শুভক্ষণে আজ মা তোমারে
সঁপিনু শ্রীমান্ বিধুভূষণের করে।
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা পরার্থপরতা
কোমল হৃদয়ে তব থাক্ চির-গাঁথা
ভূষিত হইয়া মাগো সদ্‌গুণভূষণে
উৎসর্গিতা হও আজ স্বামীর চরণে।
মা তোমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রকাশিত হ'ল আজ বিভুর ইচ্ছায়।
মা তব জীবন-গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে
গ্রন্থকর্ত্তা সুখ-গাথা দিবেন গাঁথিয়ে।
তুমিও জীবন-পথ সদা সাধ্যমত
জ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে রেখো আলোকিত।

গুণে মহালক্ষ্মী হও, রূপে বীণাপাণি।
কুসুম-কোমলা হও করুণার রাণী।
তুচ্ছ করি হীরা মণি রত্ন আভরণ
যশের মুকুট শিরে করিবে ধারণ।
জানিবে মা এ সংসার পরীক্ষার স্থল,
সাবধানে রবে করি ঈশ্বর সম্বল।
অলীক অদৃষ্ট-লিপি, মিথ্যা দৈব-কথা,
চরিত্রেই সব হয় জানিবে সর্ব্বথা
রেখেছি 'সুনীতি' নাম দেখি তব নীতি,
স্বনামের সার্থকতা কর মা সুনীতি!
সবার আশীষ লয়ে সুনীতি আমার,
যাবে কন্যা পতিগৃহে খুলি স্বর্ণদ্বার
নম্রতা শুদ্ধতা ল'য়ে যাইবে যেখানে,
অলকা অমরাপুরী শোভিবে সেখানে।
সদ্ভাব কুসুম ফুটি কোমল হৃদয়ে
সুগন্ধে এ মহাবিশ্ব তুলুক ম'তায়ে।
অপার আনন্দরাশি আদর মমতা,
প্রাণভরে ল'য়ে যাও প্রীতি পবিত্রতা।
জনক জননী সম শ্বশুর শাশুড়ী
ভক্তিভাবে সেবা কর প্রাণপণ করি
অবহেলা করিও না দাসদাসীগণে,
তুষিবে সবারে তুমি মধুর বচনে।
সাধ্যমত করিবে মা অতিথিসৎকার,
দীনে দান কর, শান্তি পাইবে অপার।

রোগীর শুশ্রূষা করা নারীর ধরম,
সাধ্যমতে এই ধর্ম্ম করিবে পালন
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে আজ মা সুনীতি,
প্রণাম করহ আসি দেবোপম পতি।
স্মরণ রাখিবে সীতা সাবিত্রীর কথা,
স্বামীরে করিবে ভক্তি, হবে পতিব্রতা।
আপনি পরমেশ্বর মনুষ্য আকারে
স্বামি-রূপে বিরাজিত নারীর সংসারে।
যে স্বামী সঙ্গের সঙ্গী জীবনে মরণে,
প্রীতি-প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁহার চরণে
আপনার সুখশান্তি হয়ে বিস্মরণ,
পতির কুশল চিন্তা কর অনুক্ষণ।
স্বামি সোহাগিনী হও তুমি মা আমার,
সাবিত্রী সমান হয়ে করহ সংসার।
কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি কোটিবার
স্বামি-সঙ্গে চিরসুখে থাক মা আমার।
করুন এ ইচ্ছা পূর্ণ প্রভু ইচ্ছাময়,
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু হউক অক্ষয়
"হাতে লোহা ক্ষয় যাক্" হও চিরজীবী,
তোমার যশেতে ধন্য হউক পৃথিবী।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে প্রফুল্ল অন্তরে
অন্তরযামীর নাম স্মরিয়া অন্তরে,
জনক জননী পূজি নমি গুরুজন,
স্বর্গস্থ ভ্রাতার পদ করিয়া বন্দন,

স্বামি-সঙ্গে স্বামি-গৃহে যাবে মা আমার,
সনাতন হইবেন সহায় তোমার।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা

আমার খোকা *

১

যাওরে স্বরগে যাও আমার খোকা,
জগত অনিত্য অতি,
নিত্য ধামে কর গতি,
পুণ্যালোকে দেব-বীথি অমিয়া-মাখা।

২

যাওরে সে পথে যাও হৃদয়-নিধি,
পুণ্যাত্মা অমর-লোকে
রহিবে অনন্ত সুখে,
অপার আনন্দ-রস ভুঞ্জিবে নিতি।

৩

হইবে পরমেশ্বরে পরম পিরীতি,
স্থূল দেহ পরিহরি
দিব্য সূক্ষ্ম দেহ ধরি
যাবে দেবালয়ে শিক্ষা পাবে সু-নীতি।

---

* আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়ভূষণ দাস গুপ্তের অকালমৃত্যুতে এই শোক-কবিতা লিখিত হইয়াছিল। মৃত্যুর তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩০৮

৪

চন্দনে চর্চ্চিত স্বর্গ সুগন্ধভরা,
ফুলে গড়া দেব দেবী
সার্থক হইবে সেবি,
নখাগ্রে স্পর্শিবে উচ্চ সুমেরু-চূড়া।

৫

পরম দুর্ল্লভ স্থানে গিয়েছ খোকা,
সাধুগণ-অগ্রগণ্য—
হও প্রেম পুণ্য ধন্য,
অবশ্য এ জীবনান্তে হইবে দেখা।

বিভুবালার স্মৃতি।

পিসিমার খেদ।

গুণময়ী বিভুবালা কোন্‌খানে যায়?
বিভু যে স্বর্গের বিভু,
পাপ না জানিত কভু,
অমরীর মত ছিল স্নেহ মমতায়।

ললিত-লাবণ্যভরা শ্যামাঙ্গী প্রতিমা,
হাস্য-মুখী বন-ফুল,
মরতে মানবী ভুল,
গুণবতী মা আমার বাগ্‌দেবী রমা।

এমন করিয়া বিভু কোন্‌খানে যাও ?
তব ভাইভগ্নীগণ
কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
দয়াময়ী বিভুবালা ফিরিয়া তাকাও।

তোমা ধন হ'য়ে হারা জনক তোমার
হয়েছেন মর্ম্মাহত,
শোকশিখা জ্বলি শত
দহয় হৃদয়, প্রাণে সুখ নাহি আর।

বিভুবালা মা আমার প্রীতির কুসুম,
না হইতে বিকশিত
হইলে মা নিমীলিত,
জীবন উষায় একি এল চির ঘুম!

অকালে পড়িল ঝরি স্নেহের কমল।
নিয়ন্তার কি বিধান
জানে না মানব-প্রাণ,
মর্ম্মভেদী শোকে শুধু ফেলে আঁখিজল

জ্যোছনার রেখা বিভু রজতবল্লরী।
সে যে অলকার দ্যুতি,
অমরার প্রতিকৃতি,
সুরভিত মন্দারের অমিয়মাধুরী।

স্নেহময়ী বিভুবালা আয় মা আমার,
ধীরা স্থিরা সুগম্ভীরা

বিভুপ্রেমে আত্মহারা,
আদর্শ কুমারী মেয়ে গুণের আধার।

এ হেন অমূল্য নিধি কে হরিয়া লয় ?
বিভু যে প্রাণের বিভু,
শমন ছুঁওনা কভু,
হ'ও না এমন করি কঠিন নিদয়

সবে যে ফুটিতেছিল নবীন জীবন !
এ চারু মধুর ফুল,
মৃত্যু ! করিলে নির্ম্মূল,
দহিলে অনল ঢালি কত হৃদিমূল।

অকালে ছিঁড়িলে তুমি আশার ব্রততী,
বিদ্যাবতী বিভুবালা,
দেবমূর্ত্তি ছাঁচে ঢালা,
গৃহ-করমেও ছিল সুনিপুণা অতি।

আমরা এমন ধনে হইয়া বঞ্চিত,
বদনে সরে না ভাষ,
করিতেছি হা হুতাশ,
অনশনে ধরাসনে হইয়া পতিত।

এবার মুছিব আঁখি কাঁদিব না আর,
খোকা গেল—বিভু গেল,
বলবুদ্ধি ফুরাইল,
হইল কোমল প্রাণ পাষাণ-আকার।

রাখিতে চাহি না বিভু! যাও তুমি যাও,
রোগে নিদ্রা নাহি ছিল,
যাতনায় প্রাণ গেল,
যাও বিভু! জননীর কোলেতে ঘুমাও

কৈলাসকামিনী! তুমি কোথা দয়াবতী!
তব সোহাগের মেয়ে
স্বরগে চলিল ধেয়ে,
আগু বাড়াইয়া কোলে লও শীঘ্রগতি।

প্রাণাধিকা বিভু! তুমি গেলে স্বর্গলোকে,
সেখানে খোকাও আছে,
বলিও তাহার কাছে
অভাগিনী মা তাহার মরে আছে শোকে।

যাও পুণ্যবতী বিভু! শান্তির ছায়ায়
কি আর বলিব তোরে,
বলিতে কি কথা সরে?
এই মাত্র বলি—খোকা আছে অমরায়।

নিকটে রাখিও তারে, করিও যতন,
খেতে দিও গঙ্গাজল,
এনে দিও সুধা ফল,
এক সঙ্গে ভাই বোন করিও ভ্রমণ।

বিষাদ ও বেদনা।*

পৌষের দশমী তিথি, রবিবার দিন,
দিবা দু-প্রহর বেলা,
উজ্জ্বল কিরণমালা,
নবীন তপন কিন্তু বিষাদে মলিন ১

হয় ঘোর সর্ব্বনাশ এমনি সময়।
মরতের মায়া ছাড়ি,
আঁধারিয়া "ভাঙ্গাবাড়ী"†
দেশের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।২

ডুবিলরে কাল-গর্ভে উজ্জ্বল তপন ;
সজাগ গৃহেতে পশি,
বুকে হানি মুক্ত অসি,
কাড়িয়া লইল দস্যু অমূল্য রতন ৩

কোথা কি দেখেছ কেহ এ হেন ব্যাপার ?
জলে প্রক্ষালিয়া হাত,
মেখে নিয়ে দুধ ভাত,
মৃত্যুমুখে নিপতিত—না করি আহার। ৪

* উমাশঙ্কর সেন ছোটদাদা মহাশয়ের মৃত্যুতে এই কবিতা লিখিত হইল মৃত্যু সময় ৫ই পৌষ, ১৩০৪, রবিবার দশমী, বেলা ১১টা। তাঁহার মৃত্যুর স্থল ৩০ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, কলিকাতা।

† বাসগ্রাম।

"কি ক্যান্সার—কি ক্যান্সার" জীবন-নাশক !
নাকে মুখে স্রোতমত
রক্ত যে ছুটিল কত,
কোথা হতে এল এই ব্যাধি ভয়ানক ? ৫

অমনি হইল শব্দ "আন আন জল।"
সবে মিলে জল দিল,
তবু রক্ত না থামিল,
ফুরাইয়া গেল সেই মুহূর্ত্তে সকল ৬

অমনি উঠিল হায় ! ঘোর হাহাকার,
করি আছাড়ি বিছড়ি,
সবে যায় গড়াগড়ি,
নিমীলিত-নেত্র ভাই মেলিল না আর ।৭

কোথা যাও ছোটদাদা ! যেওনা দাঁড়াও,
তুমি কি জাননা ভাই,
আমাদের কেহ নাই,
প্রাণের গিরিজা উষা* কারে দিয়ে যাও ?৮

কারে গছাইয়া যাও দিদি ঠাকুরাণী,
জীবনে জননী-সমা,
আছিল যে পূজ্যতমা,
তোমা বিনে সাজিল সে প্রকৃত পাষাণী ।৯

---

* পুত্র ও কন্যা ।

তোমারি মতন তাঁর আরো দুই ভাই,
তোমারি বয়সে চলি
গেছে সে হৃদয় দলি,
তোমারে লইয়া বুকে থাকিত সদাই ১০

তুমিও তাহারে ছাড়ি করিলে প্রস্থান !
তুমি ত দেশের রাজা,
সুবিচারে পাল প্রজা,
সকলে তোমারে বলে সাধু ন্যায়বান্ ১১

এখানে তোমার দেখি একি অবিচার ?
তুমি ছেড়ে যাও যদি,
কে ডাকিবে "বড়দিদি",
কে তাঁর মুছিয়া দিবে শোক-অশ্রুধার ? ১২

কাহাকে সঁপিয়া যাও জননী দুখিনী ?
যাঁহারে জননী বলে,
জননী গেছিলে ভুলে,
কেমনে সে পুত্র-শোক সবে অভাগিনী ? ১৩

চির-অভাগিনী তব ভ্রাতৃ-বধূ-দ্বয়,
চাহিয়া তোমার মুখ,
সম্বরিয়া ছিল দুখ,
কে পালিবে সে দোঁহারে হইয়ে সদয় ? ১৪

পুত্রসম ভালবাসে খুড়িমা তোমারে,
তিনি এ বারতা শুনি,

যেন মণি হারা ফণী
হইবেন, কোন সুখ রহিবে না তাঁর ১৫

কনিষ্ঠ রজনীকান্ত* চিনে না সংসার,
সদা সোদর সমান,
তোমায় করেছে জ্ঞান,
করিয়াছে প্রাণ খুলি কত আবদার। ১৬

সে এখন দিশা হারা তোমা হারাইয়ে,
লয়ে বিধবার দল,
ফেলিতেছে অশ্রুজল,
ছিন্ন সরোরুহ সম ভাসিয়ে ভাসিয়ে। ১৭

পুত্রসম পালিতে যে প্রজার মণ্ডল;
যাহারা তোমা বিহনে,
মুহূর্ত্ত বাঁচে না প্রাণে,
তোমারে ভাবিত যারা অক্ষয় সম্বল ১৮

কে পালিবে, তাহাদের কি হবে এখন?
কে করিবে সুবিচার,
কে নাশিবে অত্যাচার,
কে বাঁচাবে আর সেই দীনজনগণ ১০

আর কার নাম শুনি পাষণ্ড দুর্জ্জন
ভয়ে কাঁপি থরথরি,
শির অবনত করি,
নিজ-মুখে আত্মদোষ করিবে কীর্ত্তন? ২০

* খুড়া মহাশয়ের ছেলে।

ছোট ভগিনীরে তুমি কোথা রাখি যাও,
আমি যে গো পিতৃহীনা,
জানি নাই তোমা বিনা,
সঙ্গে লয়ে যাও ভাই! ক্ষণেক দাঁড়াও ২১

কত শত শত গুণে হন গুণবতী
আদরিণী স্ত্রী তোমার,
কত যে সম্মান তাঁর,
কত যে সুযশ তাঁর কত যে সুখ্যাতি। ২২

কোথা যাও ছোটদাদা! তাঁহারে ছাড়িয়া,
সে যে হয়ে তোমা-হারা,
জীবনে হয়েছে মরা,
বসন ভূষণ সাজ সকল ত্যজিয়া ২৩

হায়!
যে জন আছিল কাল লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
আজ সে মুড়ায়ে কেশ,
দূরে ফেলি দিব্য বেশ,
সাদা থানে সাজিয়াছে নবীনা যোগিনী ২৪

কে দিল এ অভিশাপ হরি হরি হরি!!
কার শাপে এ যন্ত্রণা,
খুলি রত্ন সোণা দানা,
সাজিল বিধবা-সাজে সুখদাসুন্দরী? ২৫

সে দিন সে রূপে আলো করিয়াছে দেশ,
গুঁজিয়া দিয়েছি চাঁপা,

বাঁধিয়া দিয়াছি খোপা,
চিকনিয়া বিনাইয়া নবঘন কেশ। ২৬

যে বধূ আছিল কাল দেবী রাজরাণী,
যে অঙ্গে যেখানে চাই,
গহনার সীমা নাই,
সিন্দুরে রঞ্জিত সিঁথি সতী সীমন্তিনী। ২৭

দিবা নিশি জ্ঞান নাই স্বামি-সেবা-রতা,
(ছিল) পানে অধরোষ্ঠ লাল,
(আজি) বিষাদে কুঞ্চিত গাল,
ঘোমটায় মুখ ঢাকা, নাই হাসি কথা। ২৮

এমন যে সুচরিত্রা সুশীলা বনিতা,
মাথায় লইয়া বাজ
ভিখারিণী সমা আজ
অযতনে অনশনে ভূতলে পতিতা. ২৯

কাল একাদশী হবে আজো উপবাস,
কি হবে কি হবে আর ?
দেখি সব অন্ধকার,
আহা কি বিপদ!! হায় একি সর্ব্বনাশ!!৩০

(শ্রীযুতা ছোট বধূ ঠাকুরাণীকে উপলক্ষ করিয়া)

এস এস কাছে এস বধূ ঠাকুরাণী!
কে নিল অনন্ত বালা,

কে নিল কণ্ঠের মালা,
কেন হেন সাজিয়াছ নব-সন্ন্যাসিনী ? ৩১

কাল যে সিন্দুর-বিন্দু দিয়াছিনু ভালে,
কেন তা মুছেছ ভাই।
কেন মুখে কথা নাই,
বিষাদ কালিমা মুখে কে আজ মাখালে ? ৩২

এ বাড়ীতে যত মেয়ে সবাই বিধবা ;
তুমিই প্রফুল্লমুখী
ছিলে যে সধবা সুখী,
কাটাইতে আশিষের ঘরে নিশি দিবা ৩৩

আজ কেন হতভাগী দিদিদের সনে
গিয়েছ হবিষ্য-ঘরে,
নেত্রে শোক-অশ্রু ঝরে,
পরিয়া তাঁদের বেশ মলিন বদনে ? ৩৪

(শ্রীযুতা ভুবনময়ীগুপ্তা বড়দিদি ঠাকুরাণীর প্রতি)

উঠ উঠ বড়দিদি। কাঁদিও না আর ;
আমি আছি দাদা আছে
বসিব তোমার কাছে,
আদরে মুছায়ে দিব শোক-অশ্রু-ধার ।৩৫

যদি নষ্ট সে ধনের সম কেহ নাই ;
তবুও আমরা তব,

তোমারি নিকটে রব,
তোমার এ দুঃখে দুঃখী হইব সদাই। ৩৬

(শ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণীর প্রতি)

ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য সম তিনটী সন্তান,*
তিন পুত্রে পুত্রবতী,
ভাগ্য-দোষে এ দুর্গতি,
সে আনন্দে নিরানন্দ স্বরগে শ্মশান। ৩৭

(বড়বধূ ঠাকুরাণী ও মেজোবধূ ঠাকুরাণীকে
উপলক্ষ করিয়া)

কেঁদনা অভাগীগণ! এস এস কাছে;
মোরা তোমাদেরি আছি
রহিব যদিন বাঁচি,
আর তোমাদের তরে জগদীশ আছে। ৩৮

(গিরিজা ও উষাকে উপলক্ষ করিয়া)

প্রাণের গিরিজা উষা! আয় কাছে আয়;
স্বরগের ফুল তোরা,
হইলি আশ্রয়-হারা,
কাঁদিস্ না, কাটা দিন খেলায় ধুলায় ৩৯

---

* ৺বরদা কান্ত সেন বি এ; ৺কালীকুমার সেন এম এ, [
৺উমা শঙ্কর সেন

পালিবেক পিতৃসম খুড়া মহাশয়;
আছে সহোদর সম
খুল্লতাত-পুত্রগণ,
আর আছে প্রজাবৃন্দ চির-স্নেহময় ৪০

ঠাকুমা পিসীমা আছে তোদের কি ভয় ?
সুখেতে আমার কোলে
ঘুমাবে যাতনা ভুলে,
স্নেহের আধার আছে পিসা মহাশয়।৪১

ছোট দাদা!

তুমি যে গো ছিলে ভাই উচ্চ বংশধর;
তোমার পিতার নামে
ভক্তি বহে প্রাণে প্রাণে,
তোমাদের বংশ যে গো নির্ম্মল সুন্দর ৪২

সে বংশ নির্ব্বংশ-প্রায় হায়রে বিধাতা!
হে পিতঃ! গোবিন্দনাথ!
লও ভক্তি প্রণিপাত,
দেখে যাও সর্ব্বনাশ হল তব হেথা ৪৩

ত্যজি আজ মর্ত্ত্যভূমি চলিলে দ্যুলোকে;
যাও তবে ছোটদাদা!
না লঙ্ঘি পিতার প্রথা,
বিসর্জ্জিয়া জড় দেহ শ্মশান-পাবকে ৪৪

সেখানে ভগ্নীর কোল, জননীর স্নেহ,*
বড় দাদা মেজো দাদা
নিকটে রাখিবে সদা,
পিতৃ-পিতৃব্যর সনে—পাবে স্বর্গগেহ ।৪৫

যে স্বরগে শৈল তব, কালীপদ ধন,
যেখানে জানকী আছে,†
প্রিয় পুরোহিত(ও) গেছে‡
সেই মনোরম স্থান কর সুশোভন ৪৬

তাঁর কথা ।

দেও হে দেখা, প্রাণের সখা,
অধীন তোমারি ।
কোথা আছ হে, কাছে এস হে
হৃদয়-বিহারী ।
দেখ্‌বে বলে নয়ন খুলে
সৃষ্টিময় চাই
শূন্য জগত বন পর্ব্বত
তাঁর দেখা নাই

* ইনি গ্রন্থকর্ত্তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইনি শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিলেন
† ৺জানকীকান্ত সেন শ্রীযুত রজনীকান্ত সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাত ।
‡ সুপণ্ডিত ৺ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ।

সৃষ্টি কেবল, তাঁরি নকল,
সত্য কোথা পাব ?
নয়ন মুদে, সরল হৃদে
প্রভুকে হেরিব।
প্রভু আমার অমৃতাধার
সুধা মেগে নিব ;
উদর পুরে, প্রাণ ভরে,
সে সুধা খাইব।
অমৃত খেলে, অমর হলে,
আর কাকে ভয় ?
সাধক দেখে, আপদ ভাগে
মৃত্যু মরে রয়
প্রভু আমার, সারের সার,
সত্যস্বরূপ ধাতা,
ওরে মন, অনুক্ষণ
গাও তাঁর গাথা।

কত সয় ?

কোথায় মৃত্যুর দিন ?
মৃত্যু যে সুখের অন্তি,
এমনি একটি দিনে
সে করেছে স্বর্গে গতি !

আসুক মরণ আশু,
মরিলে যদি গো পাই
সমস্ত হৃদয়-ভরা
যাহার দাহন ছাই।

মিশেছে কি পঞ্চভূতে
সে পরাণনিধি মোর,
অথবা আনন্দপুরে
অনন্ত আনন্দে ভোর?

অথবা আছে কি এক,
* 'আত্মভূম' নামে দেশ,
যায় তথা জীববৃন্দ
জীব লীলা করে শেষ?

তথা কিরে পায় আত্মা
আপন আত্মীয়গণ?
হাঁ হাঁ এই *সত্য কথা,
এস তবে সুমরণ!

*পরাণ ত্যজিলে আমি
পরাণ নিধিরে পাব,
পরাণ-দহন শোক
ভুলে যাব ভুলে যাব।

জ্বলিছে নিভৃত মর্ম্মে
জ্ঞান ন চিন্তার শিখা,

যাহার যে কীর্ত্তি সব
মরমের স্তরে লেখা।

বিধি যে বিধান হেতু
লিখেছে এ লেখাগুলি,
তাহারই সাক্ষ্য দিয়ে
এ শিখা উঠিছে জ্বলি।

সবতে মুছিবে না যে
আমার মরমানল,
এস মৃত্যু এস তবে,
কর শান্ত সুশীতল।

বিধির হাতের লেখা
মুছিবার লেখা নয়;
মৃত্যু মুছিবারে পারে,
যদি তাঁর আজ্ঞা হয়।

দাও হে মৃত্যুকে আজ্ঞা
হে দেব! আনন্দময়!
সয়েছি অনেক সয়ে!
বল আর কত সয়?

৺ রমণীকান্ত *

(১)

বেথর গ্রামেতে বুড়ীগঙ্গা নদী-তীরে
ত্রিপুরাসুন্দরী কালী,
কালোরূপা মুক্তচুলী,
রমণীকান্তের শুদ্ধ শ্মশান উপরে

(২)

স্বর্গীয় রমণীকান্ত কালীভক্ত নর
ছিলেন, কালিকা তাঁরে
* চরমে লইয়া ক্রোড়ে,
আছেন ত্রিপুরা রূপে শ্মশান উপর।

(৩)

অর্দ্ধ-কালী-বংশে জন্ম শক্তি-উপাসক
ছিলেন রমণীকান্ত,
ধর্ম্মবন্ত শিষ্ট শান্ত,
প্রাতঃস্মরণীয় দেব কলুষনাশক।

---

* অর্দ্ধকালীর বংশে জাত ৺ রমণীকান্ত ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণবতী কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী পিতার শ্মশানে "ত্রিপুরাসুন্দরী" নামে একখানি কালীপ্রতিমা স্থাপনা করিয়াছেন শুনা যায়, এই কালী অতি জাগ্রত, ইহাঁর নিকট মানস করিলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয় এবং দুরারোগ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয় এই কালীর নিকট কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাণ্ড একটি মেলা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এই কবিতা লিখিত হইল

(৪)

ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁর কন্যা [illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহাতে [illegible]

(৫)

ত্রিপুরাসুন্দ[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৭)

ছিলেন [illegible],

তাঁহা [illegible],

[illegible]

ত্রিপুরার [illegible]

( )

কার্ত্তিকী পূর্ণি[illegible]

এই পুণ্যময় দিনে,

মেলা বসে এই স্থানে,
হেরিলে সে মহামেলা আঁখি মুগ্ধ হয়

(৯)

ছিলেন রমণীকান্ত সর্ব্বগুণধর।
তাঁহার শ্মশানে আজ
হইছে মহৎ কাজ
শ্মশানে সুখের খেলা অতি মনোহর।

(১০)

এমনি ধর্ম্মের তেজ এমনি মহিমা.
শ্মশানে নদীর কূলে
অমরী অমৃত ঢালে,
পাপী লভে পুণ্যপ্রীতি দুঃখীরা সান্ত্বনা

(১১)

ভকত-বৎসলা কালী ভক্তের শ্মশানে
আছেন; তাঁহার কাছে
যে মানব যাহা যাচে,
তাই পায় ভক্ত রমণীর ভক্তিগুণে।

(১২)

শ্মশানে আনন্দ-স্রোত বহে নিরবধি।
ত্রিপুরা কালীর বরে
বন্ধ্যা পুত্র পায় ক্রোড়ে,
অবশ্য আরোগ্য হয় দুরারোগ্য ব্যাধি।

১৩

দেবীসমা দয়াময়ী ত্রিপুরাসুন্দরী
রমণীকান্তের সুতা,
যশ রূপ গুণযুতা,
উপমা-রহিতা যথা দেবতা-কুমারী

১৪

হে দেব রমণীকান্ত কালী-প্রিয়দাস!
জীবনে খেলেছ খেলা
হইয়া কালীর চেলা,
শ্মশানেও প্রভু, তব কালী করে বাস।

কোথা আত্মভূম?

১

উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে? কিবা চন্দ্রালোকে?
সুরপুরে, কিম্বা কোন সুরম্য প্রদেশে
স্থিত পূত আত্মভূম? অপূর্ব্ব আলোকে
উদ্ভাসিত; তথা কিরে কুসুম বিকাশে?

২

নীরবে নীহারকণা ঝরে কি নিশীথে
আত্মভূমে? ভূমিগর্ভে জন্মে কি প্রচুর
নবদূর্ব্বাদলরাশি? কহ্লার কুমুদে
খেলে কি সমীর, চন্দ্রকৌমুদী মধুর?

৩

স্বর্গে কি অনন্ত শূন্যে নয়ন ধাঁধিয়া
বিদ্যুল্লতা না খেলে ? গায় কি কাননে
দয়েল পাপীয়া পিক ? পিযুষ ঢালিয়া
সাজে কি বসন্ত ঋতু বিবিধ ভূষণে

৪

কোথায় সে আত্মভূম—আনন্দনগর ?
স্থূল দেহ ত্যাগ করি জীবাত্মা সকল
রহেন যেখানে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
দিব্যালোক দীপ্তালোকে করে ঝলমল

৫

অনন্ত কালের তরে অমর জীবন
লভে আত্মগণ সেই "আত্মভূমে" গিয়ে,
জানি না সে "আত্মভূম" মধুর কেমন ;
কে সৃজিল ইহা এত শান্তি সুধা দিয়ে ?

৬

বিপদ-তরঙ্গাকুল এ ভব-অর্ণব,
ষড়-রিপু সর্পপূর্ণ কালকূটস্তূপ,
ভোজবাজী তুল্য প্রিয় পুত্র কন্যা সব,
আজ দেখ এক, কল্য দেখ অন্যরূপ।

৭

জনমের মত ত্যজি এমন বিপদ
যায় জীব শান্তিময়, সুখময় স্থানে ;

লভে তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ অক্ষয় সম্পদ,
সুখ উপভোগ করে পুণ্যময় প্রাণে

৮

"আত্মভূম"বাসিগণ, সমস্ত অমর।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ত্যজি দেহ-কারা
সেই দেবগণ সহ বঞ্চি নিরন্তর
বিস্মৃতি-সলিলে করি চির মগ্ন ধরা।

এসেছি চরণে।

(১)

এই এসেছি চরণে;
"এস বাছা এস" বলি
করুণ নয়ন তুলি
লও নিজ নিকেতনে।

(২)

এসেছি চরণে;
অনেক খেয়েছি বিষ,
প্রাণ দাও জগদীশ,
অমৃত সিঞ্চনে।

(৩)

এসেছি চরণে;
নিশ্চিন্তে রয়েছ বসে

কাঁঠাইয়া দূর দেশে,
প্রাণের সন্তানে

(৫)

এসেছি চরণে ;
হায়! আমিও বিদেশে এসে
মহা ভুলে আছি বসে
আপনার জনে।

(৬)

এসেছি চরণে ;
মা!। মরীচিকা ভরা
মরুভূমি সম ধরা
টানে অন্ধকার পানে,
তাই এসেছি চরণে।

(৭)

এসেছি চরণে ;
ষড়-রিপু শত সর্প,
মান অভিমান দর্প,
বুকে বজ্র হানে।
তাই এসেছি চরণে।

৮)

এসেছি চরণে ;
বরাভয় [illegible] হরি
কলুষ বিনাশ করি

প্রভু ! লও নিজ-নিকেতনে ।
এই এসেছি চরণে

দশা কি হলো ?

হায় ! দেশের কি দশা হলো ?
কনে হল বছর কুড়ি,
বরে চায় গাড়ি ঘুড়ী,
আরো কত নগদ নগদ,
শুনে সবার প্রাণ শুকালো ;
হায় ! দেশের কি দশা হলো ?

হায়, দেশের কি দশা হলো !
বড় চালাক বরের পিতা,
মোচে তা দিয়া কয় কথা,
টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে
"কত দিবে বল বল ?"
"ওহে কনের পিতা ! কত দিবে বল বল" ?
হায় ! দেশের কি দশা হলো ?

কনের পিতাকে হাতে পেলে
বরের পিতা বেঁধে হালে,
মাঠে মাঠে ঘুরায় ফিরায়,
সবে বলে বলদ ভাল,
হায় দেশের কি দশা হলো ?

হিন্দু মরে কন্যা-দায়ে,
পুত্রের পিতা দেখে চেয়ে,
হাঁড়ির মত মুখ ফুলায়ে—
হায়! ধর্ম্ম রসাতলে গেল!
হায় দেশের কি দশা হলো?

বরের ধনুর্ভঙ্গ পণ,
শুনে কাঁপে ত্রিভুবন—
নগদ নিব হাজার হাজার—
গহনার ফর্দ্দিত পিছে রৈল
হায় দেশের কি দশা হলো?

হীরা মোহর স্বর্ণ রৌপ্য
রীতিমত মেপে নিব,
খাট আল্‌না অল্প কথা,
শাল বনাত আগে এনে ফেলো;
হায় দেশের কি দশা হলো?

ডেক্স বাক্স আর চেন ঘড়ি,
পেন আর পেনকাটা ছুরী,
শ্বেত পাথরের আলুক চকী
আয়না বুরুশটি অতি ভাল।
দেশের গতি হায় কি হলো?

পুত্রের বিয়ে দিয়ে হায়!
পিতা রাজা হতে চায়,

গতিক মন্দ দেখে ধবন্ধ,
কনের পিতার প্রাণ শুকালো
হায়! দেশের কি দশা হলো!.!

যায় দেবী যায়।*

যায় দেবী যায়
পাপ-ধরা পরিহরি,
স্বর্গপথ আলো করি,
শূন্যে ফুটাইয়া ফুল সৌন্দর্য্যছটায়
ওই দেবী যায় ১

যায় দেবী যায়
স্বর্গে সুরবালাগণ,
করি নব আয়োজন,
করিতে নূতন খেলা ডাকিছে তাঁহায়,
অই দেবী যায় ২

যায় দেবী যায়
স্বর্গে আছে সতীকুঞ্জ,
প্রেম প্রীতি পুঞ্জ পুঞ্জ
তাহে শোভে ক্ষমা ধৃতি অপূর্ব্ব শোভায়,
ওই দেবী যায় ৩

---

* রংপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস।

যায় দেবী যায়।
মুদিত নয়ন পদ্ম,
মলিন মুখ পবিত্র,
ধুলায় লুটায় কায় হায় হায় হায়,
ওই দেবী যায় ৪

ওই দেবী যায়,
অন্তঃসত্ত্বা সতী নারী,
পুত্র পৌত্র কোলে করি,
শিয়রে দেবতা স্বামী তুলসী তলায়,
ওই দেবী যায় ৫

ওই দেবী যায়,
সীমন্তে সিন্দুর দাগ,
চরণে অলক্ত রাগ,
পিধনে নূতন সাড়ী কৃষ্ণনাম গায়,
ওই দেবী যায় ।৬

যে নারী সধবা মরে,
সপ্ত স্বর্গে স্বর্ণঘরে
তাঁর স্থান, দেবপুরে আনন্দমেলায়,
ওই দেবী যায় ।৭

যায় দেবী যায়,
পতি পুত্র রেখে সতী
চলিল অমরাবতী,

মোরা কবে স্থান পাব ও পদছায়ায় ?

ওই দেবী ধায় ৮

কৃষ্ণচূড়া ।

ও মধুর কৃষ্ণচূড়া, কি ভাবে রয়েছ খাড়া,
প্রিয় পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া ও অঙ্গে ?
হৃদয়ে লতিকা তোর মধুপানে হয়ে ভোর,
হেরিছে ত্রিদিব রাজ্য অমৃত স্বপনে
খেলিছে অধর-প্রান্তে জোছনা-লহরী
চকিতে তড়িৎ লতা, কয়ে যায় কত কথা,
আঁখিতে মদিরা রাখি বিশ্ব মুগ্ধ করি
শরীরে স্বর্গীয় সুধা সৌন্দর্য্য অতুল ;
প্রীতি ও পুণ্যের ছবি, কি কলে আঁকিল কবি,
এ ভুবন প্রণয়াদরে দেহঁস দেভুল

জন্মভূমির প্রতি ।

জননী জনমভূমি, এই ত এসেছি আমি,
লও-মা যতনে
হাসিয়া গেছিনু ছেড়ে কাঁদিয়া অ সিন্ধু নীরে
বিধির বিধানে
তুমি অতি পুণ্যবতী, ত্রিদিবের প্রতিকৃতি,
এ দীন সন্তান
তোমার চরণতলে এসেছি জুড়াব বলে,
কর দৃষ্টি দান

ইউনিভারসিটির আইন।

ডুবিল ভারতবর্ষ হরি, হরি হরি
গেল শিক্ষা, গেল দীক্ষা, সম্বল হইল ভিক্ষা,
কে যে দিবে সেই ভিক্ষা, তাই ভেবে মরি। ১

যদিও ভারতবাসী অলস দুর্ব্বল,
তথাপি বিদ্যার গুণে খেতেছিল টেনেবুনে
শিক্ষা করি রাজভাষা সভ্যতা নকল। ২

যদিও ভারতবাসী চির-পরাধীন,
তথাপি বিদ্যা গৌরবে, উন্নত আদৃত সবে,
বুদ্ধিবলে বলবান্ ছিল চিরদিন। ৩

এবারে ভারতবাসী গেল রসাতল!
একে পরাধীন জাতি, নাহি মান—নাহি খ্যাতি,
তাতে পেটে ভাত নাই, দেহে নাই বল ৪

বিদ্যাবলে ভারতের হতভাগ্যগণ
দেশ বিদেশেতে ফিরি, মুন্সেফ্ ডেপুটি-গিরি
পেতেছিল হায়! তাও হইল খণ্ডন। ৫

আর উচ্চ শিক্ষা নাহি পাবে কোনজন;
আর কারো নাহি আশা, হবে বি এ, এম এ পাশা,
বিদ্যার সমুদ্রমাঝে দিবে সন্তরণ ৬

হইবে ভারতে এবে মহামূর্খ নর;
বিদ্যাবলে হয়ে বলী, যাহারা যাইত চলি
সুদূর ইংলণ্ডে, তারা হইল ফাঁপর ৭

ইঁহারে ভারতবাসী যে বিদ্যার তরে
জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে
হয় রে বিলাতবাসী প্রাণপণ করে, ৮

ডাক্তার সাহেব, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হয়,
আড্‌বোকেট ব্যারিষ্টার, সিনিয়ার রাঙ্গলার,
এত দিনে ভারতের গেল সমুদয় ৯

বাল্যকালে নাহি পারে ইংরাজী শিখিতে ;
কি হোল কি হোল হায়! খেদে বুক ফেটে যায়,
বুড়ো হবে শিশু সব প্রবেশিকা দিতে ১০

বিয়ে পাশ দিতে দিতে দাঁত পড়ে যাবে ;
এদিকে বয়স হলে, চাকুরী নাহিক মিলে,
অভাগা ভারতবাসী কি করিয়া খাবে? ১১

ইংরেজরাজের কিবা আছে অভিলাষ,
ভারতবাসীরা সবে, গণ্ডমূর্খ হয়ে রবে,
মাঠে মাঠে বেড়াইবে করি চাষ বাস। ১২

করিবে না লেখালেখি, কংগ্রেস গঠন
টাউনে টাউনহলে দাড়াবে না মূর্খ হলে,
করিবে না ওজস্বিনী বক্তৃতা পঠন ১৩

গণ্ডমূর্খ বুদ্ধিখাটো, গায়ে নাহি বল ;
সদা খাবে লাথি জুতা, তুলিতে চাবে না মাথা,
অভাগা জাতির শুধু ক্রন্দন সম্বল ১৪

নাহনে সকলি গেল হেরি অন্ধকার ,
সম্মুখে বিশাল সিন্ধু, এস পারাপার-বন্ধু !
[illegible] মুখ হতে করহ উদ্ধার ১৫

— —

দেবী নিকুঞ্জ-কামিনীর* প্রতি।

একখানি পত্র।

(১)

আজি এ দিন সকলের মধ্যে শুভময়।
এস দিদি এস কাছে
বল যত কথা আছে
দুঃখিনী ভগ্নীরে সব খুলিয়ে হৃদয়।

(২)

সুখের মেদিনীপুর ছাড়ি এতদিনে
চলিলাম কহি কত
প্রাণেতে কত ব্যথা
আছে যে আমার দিদি, বলিব কেমনে।

(৩)

নয় বৎসরের শিশু মুকুন্দ আমার,
তাহাকে দেখিও দিদি !
মধ্যে মধ্যে পার যদি
খা'য়াইও স্বহস্তের রচিত খাবার।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, এম, এ, ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।

(৪)

রমণীর স্বামি ধন বড়ই দুর্লভ ;
সে ধন ছাড়িয়া আজি
সন্ন্যাসিনী সাজে সাজি
চলিলাম একাকিনী তেয়াগিয়া সব

(৫)

ইহাতেই বোঝ দিদি কি ব্যথা লইয়া
চলিলাম দূরদেশে,
ছিন্ন পুষ্প সম ভেসে
কুচিন্তা তরঙ্গাঘাতে উঠিয়া পড়িয়া

(৬)

যতদিন রহিবে দিদি বাপের বাড়ী বসে ;
যখনি হেরিবে তুমি,
নিশ্চয় জানিবো আমি
তখনি তোমার দিদি কাঁদিবে অন্তর

(৭)

সেই যে পূর্বাহ্নকালে দিদি লো আমার
স্মরণ কি হয় তব
সুখ কথা নব নব
সে মধুর হাস্যরোল প্রাতঃ-ব্যাপার ?

(৮)

কোথা "গোপ" "জানিকাট' কোথা "তমলুক" ;
কোথায় গেছ তুমি,
কোথায়(ই) বা আছি আমি,
কোথা স্বামী, কোথা পুত্র, আনন্দ-প্রপাত

(৯)
এখনো তেমনি কি গো সদানন্দমনে
'হৃদয়ে'র গাড়ীভাড়া
করিয়া বেড়াও পাড়া
আমারে ছাড়িয়া দিদি বেড়াও কেমনে ?
(১০)
অংশা(১) দিদিকে দিদি দিও ভালবাসা ;
তাঁর স্নেহ নিরমল,
বসন্তের ফুলদল,
বরষার মেঘজল শীতের কুয়াসা।
(১১)
হেম, শৈল দিদিদ্বয়(২) আছেন কেমন ?
তাঁহাদের পদধূলি
কবে শিরে নিব তুলি,
কবে বা করিব বাঙ্গা চরণ বন্দন ?
(১২)
কোথায় মেনির মাতা(৩) দেবীর সদৃশা ?
সে কি গো এ ভগিনীরে
মধ্যে মধ্যে মনে করে ?
তাঁহারে জানাও মোর ভক্তি ভালবাসা।
(১৩)
শ্রীমান্ বিধুর মাতা(৪) রমণী-রতন ,
তার হাসিভরা মুখ
পূর্ণ করে আছে বুক,
পড়ুক তাঁহার মাথে কুসুম চন্দন

(১৪)

শরৎ দিদিকে(৫) মম জানা'ও প্রণাম,
কি আর কহিব দিদি।
আমারে নিদয় বিধি,
তাই পূর্ণ না হইল কোন মনস্কাম

(১৫)

যাহোক্ তা হোক্ দিদি। কর আশীর্ব্বাদ ;
সুরুচির বিয়ে দিয়ে
আবার সবে মিলিয়ে
আমোদ আহ্লাদে পূর্ণ করি মনসাধ

(১৬)

দিদি। দিদি। তুমি মোর বসন্তের ফুল ;
তোমার চম্পকাধরে
শরতের তারা ঝরে,
হেরিয়া দেবতাকুল বেহুঁস বেভুল

(১৭)

দিদি। দিদি। তুমি মোর শারদ-চন্দ্রিকা ;
তব রূপ অপরূপ,
লাবণ্যের শতস্তূপ,
পূর্ণিমার জোছনায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা

(১৮)

চাও লো ফিরিয়া চাও দিদি সুধাময়ী,
তোমার ও মুখ শশী—
গাল-ভরা হাসি-রাশি
হেরিলে দুঃখিনী আমি আত্মহারা হই।

(১৯)

স্বামী তব স্নেহময়ি ; বড় স্নেহময় ;
দুই জনে এক সঙ্গে
প্রেমের আনন্দরঙ্গে
প্রণাম লইবে মোর নিশ্চয় নিশ্চয়

(২০)

বিজয় বসন্ত নিধি
চিরজীবী কর বিধি,
সুকুমারে সুখ শান্তি দাও দয়াময় !
সুখী দম্পতীরে দাও চরণে আশ্রয়

(২১)

চলিলাম চলিলাম, বিদায় বিদায় ;
দাওগো প্রসাদী ফুল
এ তোমারি সমতুল,
দেবতার আশীর্বাদ ধরিব মাথায়

(২২)

"বিদায় সঙ্গীত" তুমি দেছিলে আমায় :
এই নাও প্রতিদান,
খুলিয়া দিলাম প্রাণ,
চলিলাম প্রিয় সখি ! বিদায় বিদায়

ক্রন্দন।

এসেছি তোমার পদে করিতে ক্রন্দন,
দুখিনীর এ ক্রন্দন করিবে শ্রবণ?
পারিবে কি এই মম উষ্ণ আঁখিজল
পরশিতে প্রাণেশের পূত পদতল?
জীবনে কি জীবনান্তে প্রভুর সাক্ষাৎ
পাবে না কি? পাবে না কি অনাথিনী নাথ?
প্রভু এই তাপিনীর সন্তাপিত প্রাণ
পাবে না কি পাদপদ্মে জুড়াইতে স্থান?
হে অনন্ত! আদিনাথ! অন্তিম সময়
তুমি কি মানসে মম হবে না উদয়?

ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি আসামে যাইবার কথা শ্রবণে আক্ষেপ *

একি, একি শুনি কথা,
পাইনু বড়ই ব্যথা
মরমে মরমে,
লর্ড কুর্জন যিনি
বুদ্ধির সাগর তিনি
পড়িলেন ভ্রমে?

* আমার মধ্যমা কন্যা কুমারী সুরুচি-রচিত এই কবিতাটি আমার এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল —লেখিকা।

বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ
করিতে এতই আশা
হইল তাঁহার !

জানি তাঁরে কৃপাবান্
গুণবান্ বুদ্ধিমান্
এই শেষ তার ?

ছোটলাট লঘু হবে,
বাঙ্গালীরা দুঃখ সবে,
এই তাঁর সাধ ?

বাঙ্গালা আসামে যাবে,
বাঙ্গালী আসামী হবে
একিরে প্রমাদ !

আশার কুহকে ভুলি,
সকল বাঙ্গালী মিলি,
কাছে কুর্জ্জনের

মাগিছে আপন দেশ,
বলিছে "কোর না শেষ
বঙ্গবাসীদের "

দুর্ভাগ্যবশতঃ আহা !
কুর্জ্জন শুনে না তাহা,
হায়. হায় ! হায় !

দূর হও আশা ছাই !
আর নাই আশা নাই
কি হবে উপায় ?

হে ঈশ্বর , প্রাণধন
দুঃখহারী নারায়ণ
অমূল্য রতন ;

অনাথের নাথ তুমি,
তুমি জগতের স্বামী,
বিপদভঞ্জন

পাপীদের পবিত্রাতা,
বিশ্ব বিচারক ধাতা,
তুমিই ত সব ;

বিষম বিপদে পড়ে
তোমাকে ডাকিলে পরে
শুনি তব রব ।

তাই এ বিপৎকালে
তোমার চরণতলে
লইনু আশ্রয় ,

বাঙ্গালা আসামে যাবে,
বাঙ্গালী আসামী হবে,
রক্ষ দয়াময়

রাঙ্গা পিসীমার শুভাশীর্ব্বাদ

[illegible] হেতবে
[illegible] বৎতাপ্রিয়পুত্র [illegible]

(১)

উঠ উঠ! মা আমার, হৃদয়ের ধন!
মন্দারের শুভ্র রেণু,
প্রভাতের নব ভানু,
সোণালী তরুর ফুল শান্ত সুশোভন

(২)

নিশীথের স্নিগ্ধ হাসি—বিজলীর রেখা,
সায়াহ্নের শ্যাম ছায়া,
উষার নবীন কায়া,
শোভাময়ী সরোজিনী চিত্রপটে আঁকা।

(৩)

আনন্দের অন্তঃপুরে অয়ি আদরিণি!
কৌমারের স্নিগ্ধ করে
শান্তির সুবর্ণ ঘরে
ভ্রমিতেছ ফুলময়ী স্বপ্ন বিলাসিনী।

(৪)

শৈশবের স্বপ্নরাজ্য করি পরিহার,
উঠিবে সোণার মেয়ে,
দেখ সোণা চোখে চেয়ে,
কি কঠিন কর্ম্মভার সম্মুখে তোমার।

(৫)

শিখ লো কর্ত্তব্য নিষ্ঠা কুসুমের বাণী !
গুণের সৌরভ তুলি'
ধর্ম্মের পাপড়ী খুলি
হওলো সরলা বালা আদর্শ ঘরণী

(৬)

আজি এ আনন্দ দিনে আনন্দিতমনে,
গলে পরি' ফুলমালা,
রূপে কর দিক্ আলা,
হেরিয়ে হইবে সুখী শুভাকাঙ্ক্ষী জনে ।

(৭)

আজি যে অমূল্য রত্ন লভিলে মা তুমি,
সে রত্ন হৃদয়ে ধরি
হও পতিব্রতা নারী,
সতী মেয়ে পেয়ে ধন্য হবে জন্মভূমি

(৮)

যে বংশে লভেছ জন্ম ওরে প্রিয় ধন !
সে বংশে কেবলি যশ,
ধর্ম্মে দেবগণ বশ,
কর্ম্মে জগজন তুষ্ট, স্নেহে শত্রুগণ ।

(৯)

তুমি মা সৌভাগ্যশালী বংশের গরিমা,
সতী সাধ্বী সুলোচনা,
হওরে চাঁদের কণা,
নক্ষত্রের নবীনাভা পূর্ণ মধুরিমা ।

(১০)

স্বামি সোহাগিনী হও করি আশীর্ব্বাদ,
শঙ্খ সিঁদুরেতে মাগো।
লক্ষ্মী হ'য়ে বেঁচে থাকো,
দূর হোক দুঃখজ্বালা বেদনা বিষাদ।

(১১)

এসেছে তোমারি তরে অবিনাশ ধন;
পরি রত্ন অলঙ্কার,
মা আমার মা আমার।
দেবী বেশে দেবতারে করহ বরণ।

(১২)

অন্তরীক্ষে প্রজাপতি সরল অন্তরে
উভয় অবিনাশ ধনে
বাঁধি বিবাহ-বন্ধনে,
পাঠাবেন কর্ম্মক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদ ক'রে।

(১৩)

স্বামী স্ত্রীতে মিলে কর সুখের সংসার;
হোক্ পুণ্যময় গেহ,
দয়া মায়া প্রেম স্নেহ—
বহুক দোঁহার প্রাণে নিত্য অনিবার

(১৪)

অয়ি সোহাগিনী মেয়ে শ্বশুর-আলয়ে
যবে কন্যা আগমনে
প্রেম প্রফুল্লিত মনে,
এয়োগণ বরিয়া নিবে হুলুধ্বনি দিয়ে

(১৫)

রাঙা শাড়ী পরি' শঙ্খ সিঁদূর পরিয়া,
জগৎ মোহিনী বেশে
যাবে কন্যা দূরদেশে,
শ্বাশুড়ী বরিয়া নিবে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া।

(১৬)

পিতৃহীনা শিশু মেয়ে নয়নের তারা!
স্বরগে জনক তোর,
বিভুপ্রেমে সদা ভোর,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি প্রেমে মাতোয়ারা।

(১৭)

শান্তিসুখে থাক সদা পিতার প্রসাদে।
ছোট দাদা! ছোট দাদা!
আশীর্ব্বাদ কর সদা,
থাকে যেন ঊষা তব চির নির্ব্বিবাদে।

(১৮)

বাবা, বাবা, তুমি আজ আছ কোন্ স্থল?
ঊষা তব, স্বামি সনে
মিলিতেছে শুভক্ষণে,
চির নিদ্রাগত কিংবা দেখিছ সকল?

(১৯)

তুলিয়া মঙ্গল হস্ত কর আশীর্ব্বাদ,
তব বরে ঊষা মম
হইবে লক্ষ্মীর সম,
দিবেন অভয় বর প্রভু বিশ্বনাথ।

(২০)

অবিনাশ,

এস এস প্রাণাধিক সুবর্ণ বুলবুল,
আজি তব কণ্ঠোপরে
গাঁথিয়া দিনরে যারে
সে যে রে স্বর্গের শিশু নন্দনের ফুল।

(২১)

আদর করিয়া লও আনন্দের মূল;
ধর রত্ন ধর ধর,
যতনে হৃদয়ে পর,
(এ যে) অনন্তের মহাদান অমূল অতুল।

(২২)

বড় আদরের ঊষা বড় সোহাগের,
পিতৃহীনা ম্লানমুখী,
তুমি তারে কর সুখী,
বাঁধ তারে স্বর্ণ ডোরে গাঢ় প্রণয়ের।

(২৩)

আশীর্ব্বাদ করি, বাপ! চিরজীবী হও;
সুদূর প্রবাসে থাকি,
সতত ঈশ্বরে ডাকি
আনন্দময়ের নামে চিরসুখে রও।

স্নেহাশীর্ব্বাদিকা
শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

ফুলের কথা

(১)

হাসিছে সোণার চাঁদ, হাসিছে তারকা ,
সুকাণ্ঠে অমৃত মাখি
কুঞ্জে কুঞ্জে গায় পাখী
নাচিছে কোমল লতা কুসুম ভূষিকা

(২)

মরি কি বকুল ফুল বৈশাখী নিশায়
মলয় মারুত সনে
জোছনা-সাগরে নেমে
হাসিয়া আকুল, ভূমে গড়াগড়ি যায়

(৩)

শরাণে পিরীতি ভরা প্রভাতের আলো,
"কৃষ্ণচূড়া" কৃষ্ণ অলি
সখ্যভাবে করে কেলি,
"করবী" কুন্তল খুলি শোভিয়াছে ভালো।

(৪)

মধ্যাহ্নে মরাল সহ "মৃণালিনী" ফুল
হিল্লোলে হিল্লোলে হাসে,
সরস সরসে ভাসে,
দামে দামে ছড়াইয়া গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ।

(৫)

আঁধারে পল্লবে খুঁজি নিবিড় চিকুর
সীমন্তে সিন্দুর রেখা,
অধরে তাম্বুল রেখা,
"গোলাপ" আলাপ মগ্ন ভাবে ভরপুর।

(৬)

গলাগলি কোলাকুলি 'কুটজ' কুসুম
এক সঙ্গে থোবা থোবা,
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা!
বালার্ক ছুড়িয়া যাবে কনক কুংকুম্

(৭)

সায়াহ্নকালের শোভা মনোজ্ঞ "মালতী,"
লাল নীল পীত রঙ্গে
ক্রীড়া করে রঙ্গে রঙ্গে
সে সৌন্দর্য্যে সুখ সুপ্ত মুগ্ধ প্রজাপতি।

(৭)

"যুঁই" "জবা" "বেলি" "বক" "বাতাবীর" ফুল
ভ্রমর প্রণয়াদরে
হাসে—নাচে বায়ুভরে,
ভানু-করে তনু ভরা, আঁখি ঢল্ ঢল্।

(৮)

"কামিনী" কোমল কান্তি, "কদম্ব" "কাঞ্চন"
"সূর্য্যমুখী" সদা সুখী
সবার সৌন্দর্য্য দেখি,
হেরিয়া খঞ্জনা নাচে নয়ন-রঞ্জন

(৯)

"জুবুটি" দুইটি বোটা কপোল মাধুরী,
মিষ্ট গন্ধ ঢালি প্রাণে
'গণরাজ' মগ্ন ধ্যানে,
প্রকৃতির প্রিয় বস্তু পুষ্প "নাকেশ্বরী."

(১০)

বসন্তের লীলা গৃহ কুঞ্জ কানন,
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-সার,
বহু দয়া বিধাতার
প্রীতিময়ী প্রকৃতির প্রফুল্ল যৌবন।

আশীর্ব্বাদ পত্র।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরম্
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্

স্বর্গের সুবর্ণ-পরী সুন্দর কুসুম-
সুরভিত উপবনে
মলয় মারুত সনে
খেলিয়াছ বাল্যখেলা আঁখি-ভরা ঘুম ১
জাগ মা সুরুচি, শুভ্র মন্দার মালিকা—
সম্বর মা ধুলা খেলা,
বালিকার বাল্যলীলা,
সুগৃহিণী হও গৃহে কর্ত্তব্য-পালিকা ২

নারীধর্ম্মে চিত্ত রাখ যত সুখে তিনি
দীপ্তা মন্ত্র দিবা
সাধ পাঁচ দিক
হও মা উজ্জ্বল ভারতবাসী ৩

যে নিধি তোমারে আজি দিলেন শারদা
সে নিধি অমূল্য নিধি,
পর মা হৃদয়ে গাঁথি,
প্রেম প্রীতি-পুষ্পে পূজা করহ সর্ব্বদা ৪

ভারতের ইতিহাস পড়েছ মা তুমি,
ভারত রতন যত
হও মা গৌরবান্বিত
তব স্পর্শে ধন্য হোক্ পূত জন্মভূমি ৫

হও শরতের পদ্ম, পদ্মরাগ মালা,
সুন্দর শশীর পারা
নির্ম্মল হউক কায়,
অজ্ঞানের সৌন্দর্য্যে হেরুক চারিদিক্ আর ৬

সতীত্ব অমূল্য নিধি অপূর্ব্ব রতন,
নারীর শরীরশোভা,
দেবতার দেহস্থিত,
সরলে সযতনে রাখ হৃদয়ে হেম ৭

এ রতনে বিভূষিতা হও মা সুশীলা
আমি আশীর্ব্বাদ তোরে

আদর সোহাগ নিয়ে,
করিবে স্বামীগৃহ নিরমল শুচি ৮

বড় যতনের ধন তুমি মা আমার—
স্বামি সুখে সুখী হ'য়ে,
থাক ঘর আলোকিয়ে,
চতুর্দ্দিকে যশোগীত উঠুক তোমার ৯

প্রেম পুণ্যে পূর্ণ কর ক্ষুদ্র হিয়াখানি,
সতীজন অগ্রগণ্যা,
হ'য়ে ধনে মানে ধন্যা,
হও মা সুরুচি তুমি স্বামীর সঙ্গিনী ১০

ঢাল মকরন্দ—ঢাল কুসুমসম্ভার;
চারিদিকে বাজে ঢোল,
চারিদিকে জয়বোল
সুরুচির বিয়ে আজি আনন্দ অপার ১১

ঢালবে কোমল গীতি কাননে কাননে
তোমরা বিহঙ্গকুল,
তরুলতা দাও ফুল,
আজি সুরুচির বিয়ে অতি শুভক্ষণে ১২

হাসবে বিশদ হাসি মধুর জোছনা,
আজি শুভ্র চন্দ্রালোকে
কুমারী সুরুচি সুখে
পতির পবিত্র পদ করিবে বন্দনা ১৩

মা

শ্রীমান্ উপেন্দ্র তব উপযুক্ত পতি;
আদর করিয়া লও,
পেয়ে প্রফুল্ল হও,
দিবেন আয়তী বর দেবী ভগবতী ১৪

পড়িয়াছ মা আমার "সাবিত্রী চরিত্র"।
সাবিত্রী কেমন ছিল,
মরা পতি বাঁচাইল,
করিল চরিত্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত ১৫

পলাইল দলে দলে যমের কিঙ্কর,
আপনি সে ধর্ম্মরাজ
সতী তেজে পায় লাজ,
তুমিও তেমতি হও ভারতভিতর ১৬

বিবিধ বিদ্যায় বুদ্ধি করেছ মার্জ্জিত,
রূপে গুণে অতুলন,
শান্ত, শুদ্ধ, সুশোভনা,
তোমারে অধিক বাছা বলা অনুচিত ১৭

তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে কুলের গৌরব;
কায়মনে আশীর্ব্বাদ
করি, প্রভু জগন্নাথ
দিবেন তোমারে ধর্ম্ম বিমল বিভব ১৮

নারী জন্ম ধন্য কর পতির প্রসাদে,
সিঁথায় সিঁদুর রেখা,

হাতে নব লৌহ শাঁখা,
চির সুখে থাক তুমি মম আশীর্ব্বাদে ১৯

বড় স্নেহময় মাগো শ্বশুর তোমার ;
দেবতার মত তাঁরে
সেবিবে ভকতিভরে,
করিবে সবার প্রতি মিষ্ট ব্যবহার ২০।

শাশুড়ী দেবীরে সদা পূজিবে যতনে ;
দেবর ভাসুর যাঁরা,
নিতান্ত আত্মীয় তারা,
যত্ন কর তাঁহাদের সন্তোষ-সাধনে ২১।

যাবে কাল পিতৃগৃহ করি অন্ধকার
সুখের শ্বশুরালয়ে
উৎসবের মধ্য দিয়ে
প্রাণের সুরুচি আহা! আদরিণী মা আমার!

দেহ পদাম্বুজ

আমারে ভেব না পর, আমি তব অনুচর,
এসেছি দুয়ারে ;
তোমার সুন্দর মুখ, করুণায় ভরা বুক,
ডেকেছে আমারে

বাসনা-কামনা-স্রোত, হিয়ামাঝে অবিরত
বক্রমুখে ধায়,
বিপদসঙ্কুল পথে ছুটিয়া চলেছি স্রোতে,
বুঝি প্রাণ যায়।
সম্মুখে নরক তীব্র, কোথা প্রভু শ্বেত শুভ্র
সুন্দর মধুর,
সুশীতল সুনির্ম্মল, আভাময় অত্যুজ্জ্বল,
ভাবে ভরপুর।
কোথা পিতঃ কোন্ স্থানে, যন্ত্রণা সহে না প্রাণে,
দয়ার ভিখারী
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব তুমি প্রভু নিত্য নব,
রূপের মাধুরী।
রূপবান্, তব রূপে তারা উঠে স্তূপে স্তূপে,
হাসে সুধাকর;
দিবাকর দিবাভাগে, আলোকে মাখিয়া রাখে
অবনী অম্বর
তোমার নিয়ম মত, ফুল ফোটে কত শত,
বহে সমীরণ;
লইয়া তোমার নাম, পাপী যায় পুণ্যধাম
পলায় শমন;
এ সৌর-জগতে যথা, সর্ব্বত্র তোমারি লেখা,
(তুমি) সর্ব্বশক্তিমান্,
অন্তহীন অন্তর্যামী অচ্যুত আকাশভূমি,
তুমি ভূমন্ মহান্

ভৈরব ভুবনেশ্বর, ভবেশ ভাবনা-হর,
ক্ষম অপরাধ,
পাপী আমি হীনমতি হে চৈতন্য। হে শ্রীপতি!
পুর মনসাধ
তুমি ঈশ অশরীরী অশিব-সংহারকারী,
নাশ তমোরজঃ,
বিঘন বিপদ হর গুণাতীত গুণধর,
দেহ পদাম্বুজ।

সোণার বালিকা। *

শুভ সন্ধ্যাকালে আজি, স্বর্গের সজ্জায় সাজি,
সোণার বালা
আসিলে সোণার রথে, ছড়ায়ে সোণার পথে,
সৌন্দর্য্য-মালা
চোখে ফুল, মুখে ফুল, দেবীরূপ সমতুল,
স্নেহের লতা,
আয়রে জড়াই বুকে, চুমা খাই চাঁদমুখে,
জুড়াই ব্যথা
নন্দনের পুষ্পপাঁতি, পূর্ণিমার শুভ্র বাতি
সাঁজের তারা,
কমলের কচি দল শিশিরের স্নিগ্ধ জল,
হৃদয় হরা।

---

* আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালার শিশু কন্যার জন্মোপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হইয়াছে

শিশু বালিকার কোলে, শিশুবালা রূপে জ্বলে,
ফুরিয়ে যদি,
হে দেব হৃদয়রাজ! সকলি তোমার কাজ,
(মোরা) ভ্রাম্য পাশরি
শিশুর কোলেতে শিশু, আশুতোষ এস আশু,
কর সুমঙ্গল;
বাড়ুক সোণার মেয়ে, গুণেতে ফেলুক ছেয়ে,
এ মহীমণ্ডল
অনন্ত আনন্দ এ যে, এসেছে বালিকা সাজে,
ধরার কল্যাণে,
দয়া ধর্ম্মে সুসজ্জিতা, শিশুরে করহ ধাতা,
কৃপা-কণা দানে।
রূপে লক্ষ্মী, গুণে বাণী, হউক—মা জন্মভূমি,
সুকন্যা পাইয়া;
আদরে হৃদয়ে নিয়ে জুড়াক তাপিত হিয়ে,
সৌভাগ্য ভাবিয়া।
আয়—আয়রে আদর করি, হৃদয়-মাঝারে ধরি,
আদরের ধন!
ওরে রে ধনের ধন, মুহূর্ত্তে জীবন মন
করিলি হরণ।
তোর ওই সোণাগাল, শশীর সদৃশ লাল,
সোণা ঠোঁটে তোর
কত মধুময় পদ্ম, ফুটিতেছে সদ্য সদ্য,
সৌরভে বিভোর।

তোর হস্ত, তোর পদ, সোণাগড়া কোকনদ,
কামিনী জিনিয়া
কমনীয় দেহ-লতা, (যেন) মন্দার মালায় গাঁথা
রহ—গৃহ উজলিয়া
ওরে খুকী সোণামুখী, দানেতে করিও সুখী,
বিশ্ববাসিগণে ;
ওরে খুকী চাঁদমুখী, চরিত্রে করিও সুখী,
আত্মীয় স্বজনে
জনক জননী তোর, আহ্লাদে হয়েছে ভোর,
তোরে কোলে পেয়ে,
চিরকাল চিরসুখে, রহরে তাদের বুকে,
দীর্ঘজীবী হয়ে
চাঁদমুখ হেরি তোর, সুখে হয়েছেন ভোর
মাতামহ তোর,
পিতামহী, পিতামহ, তোর তরে অহরহ,
দূর দেশে চিন্তায় বিভোর
জ্যেষ্ঠতাত, জেঠীমাতা, ভাবিছে তোমার কথা,
পিসীমা স্বগণ
হেরিতে এ চাঁদমুখ আশায় বেঁধেছে বুক
সবে সুখে নিমগন
তোর গন্ধে নিরবধি, ছুটিছে সুখের নদী
উজান বহিয়া ;
তোর স্পর্শে গৃহে গৃহে, সুষম সুবাস বহে
অশান্তি হরিয়া

বিষাদ বেদনা-হরা, পূর্ণ সুখ শান্তিভরা,
ননীর পুতুল।
বেঁচে থাক সুখে থাক, এ সুখ বজায় রাখ,
মম—প্রিয় প্রীতিফুল।*

আর—

আর দিদিমণি আয়, দুইজন পায় পায়
মিশাই যতনে,
কে কাল, কে সাদা দেখি, কবিতা প্রবন্ধ লিখি,
গোপনে গোপনে

এস ওগো দিদিমণি! এস সুখ সুধাখনি,
এস মম—রতন-মালিকা,
তোমাদের লইয়া কোলে, যন্ত্রণ রহিব ভুলে,
অয়ি—সোণার বালিকা।

আত্ম-নিবেদন।

হে প্রভু হে প্রীতিময়! আমি দীনজন,
এসেছি করিতে পদে আত্ম নিবেদন
ভগবন্! আমি তব অবোধ সন্তান,
গুণময়! নিজগুণে কর পরিত্রাণ।
পরাণে প্রকাশ হও পিতা স্বপ্রকাশ,
চির জনমের তমঃ হউক বিনাশ

---

* আমমাত্র এই বালিকার নাম আমি 'প্রীতিফুল' রাখিয়াছি

সাধুর সর্ব্বস্ব কমলাক্ষি কর্ণধার,
কর এই ভয়ানক ভবার্ণবে পার
বিঘ্ন ও বিপদে নাথ কম্পমান বপু,
সতত তাড়না করে বাদী ষড় রিপু
অসজ্জিত তরিকাষ্ঠ তরঙ্গ বহুল,
বিশাল সংসার-সিন্ধু, কবে পাব কূল?
বিশ্বব্যাপী পিতা তুমি অব্যয় অক্ষয়,
যখন যে দিকে চাই পাই পরিচয়
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, দানে, ধ্যানে, হেরি শ্রীচরণ,
সাধু সন্ন্যাসীর স্পর্শে করি পরশন।
তথাপি তোমায় খুঁজি অবোধ অজ্ঞান,
কর অজ্ঞানতা দূর প্রভু ভগবান্।
নিমেষে নির্ব্বাণ, যার পলকে প্রলয়,
জগতে যাঁহার জন্য জন্ম মৃত্যু হয়,
ছায়া রোদে, ফলে ফুলে, নর নারী মাঝে,
যে দয়াল দেবতার পরিচয় আছে,
দেশে দেশে খুঁজি আমি সেই দেবতায়,
ধিক্ মোর কুরুচিকে ধিক্ অজ্ঞতায়।
হৃদয়েই বিরাজিত হৃদয়বিহারী,
কিন্তু চক্ষু অন্ধ, স্পষ্ট হেরিতে না পারি
হৃদি মম দেবতার পবিত্র মণ্ডপ,
কবে সে মণ্ডপে বলি দিব রিপু সব,
কবে আমি প্রভুর সুযোগ্য শিশু হব,
এক সঙ্গে মল মধু তুলে মুখে দিব।

কবে হবে আমার এ ভ্রান্তদৃষ্টি দূর,
অহঙ্কার দূরে যাবে দর্প হবে চুর
কবে হবে মন স্বচ্ছ দর্পণের মত
কবে সে দর্পণে প্রভু হেরিব নিয়ত ?
হে প্রভু পরম পিতা স্নেহের ভাণ্ডার!
পরমেশ! দাও প্রেম পরাণে আমার

জিনিয়া কুসুম।

১

জিনিয়া কুসুম তোর কে রেখেছে নাম ?
কোথা ছিলি সুধামুখী,
বল তোরে কোথা রাখি,
বল্ কোন সুরে গাহি তোর নামে গান ?

২

জিনিয়া কুসুম তোর কে রেখেছে নাম ?
বল ওরে কেবা তোরে
মধু দিয়ে প্রাণ ভোরে
দোলাইয়া সাজাইয়া করেছে সুঠাম।

৩

জিনিয়া কুসুম তোর কে রেখেছে নাম ?
বিধাতা চতুর বড়,
সত্যপ্রিয় শিল্পকর,
দিয়েছে আলতা মাখি রাঙ্গা ঠোঁটখান

৪

জিনিয়া কুসুম! তোর কে রেখেছে নাম?

তুমি সত্য তুমি নিত্য,

তারকা চন্দ্রমাদিত্য,

(যেন) তব স্পর্শে নাচে হর্ষে পর্ব্বত পাষাণ।

৫

জিনিয়া কুসুম! তোর কে রেখেছে নাম?

হেরি তোর রূপরাশি

হাসে বিশ্বজয়ী হাসি,

বসন্ত বিদ্যুৎ যেন কেড়ে লয় প্রাণ

৬

জিনিয় কুসুম! তোর কে রেখেছে নাম?

তুমি বড় সুচতুরা

প্রাণগড়া প্রাণহরা

তোর রবে ভাঙ্গে শত মান অভিমান

৭

জিনিয়া কুসুম! তোর কে রেখেছে নাম?

চম্পকের আভাটুকু

গোলাপের শোভাটুকু

জাহ্নবীর ঢেউটুকু কোকিলার তান

সুনীতি সুরুচি তাই (জিনিয় কুসুম) রাখিয়াছে নাম,

কাননের ফুল বুঝি,

বাগান কুসুমে সাজি,

দিন দিন বাড়াইছে আপনার মান।

তাই কি দিদিরা তোর ("জিনিয়া কুসুম") রাখিয়াছে নাম?

কঠিন ব্যাপার। *

১

কি আশ্চর্য্য লক্ষ লক্ষ মানবক্রন্দনে
দ্রবিল না মন্ত্রিসভা? দয়াল ভূপতি
চাহিল না চক্ষু তুলি বাঙ্গালার পানে
কুর্জ্জনের কুমন্ত্রণা আশু ফলবতী

২

মহারাজ বল্লালের প্রিয় রাজধানী
বিখ্যাত বিক্রমপুর, বঙ্গের গৌরব,
তেজস্বিনী ভবানী যে নাটোরের রাণী,
এতদিনে তাঁহাদের হলো পরাভব।

৩

হায় ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ-অঙ্গ-সুশোভিনি।
কোথায় চলিলে তুমি বঙ্গ ক্রোড় ছাড়ি
আমরা হইব কি গো আসামে আসামী
হায়রে এ মহাঘৃণা সহিতে না পারি

৪

বঙ্গ অঙ্গ ছাড়ি যদি রাজসাহী যায়,
কি লইয়া বঙ্গ তবে বাঁচিবে জীবনে?
আজো যদি বড়লাট চক্ষু তুলি চায়
ফিরে বাঁচে মরা বঙ্গ অমৃত-সিঞ্চনে

৫

বড়লাট মহাশয় বিদ্বান্ বটে,
কেন খণ্ড বঙ্গ হতে ঢাকা রাজসাহী?

---

* লর্ড কর্জ্জনকর্ত্তৃক বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব উত্থাপনকালে এই ক... লিখিত হইয়াছে

এই ঘটনায় বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটে,
ঐ দেখ কাঁদে বঙ্গ অঙ্গ ভিক্ষা চাহি।

৬

কোথা রঘুনাথ পরাঞ্জপে মেটা হায়!
কোথা দাদাভাই, বালকৃষ্ণ গঙ্গাধর।
গোখ্‌লে থাকিতে ঢাকা আসামেতে যায়,
অসময়ে ভারতের হও অগ্রসর।

৭

বানার্জ্জি বঙ্গের বন্ধু রয়েছ বিলাতে,
অঙ্গহীনা ভয়ে বঙ্গ স্মরিছে তোমায়,
চেষ্টা কর মন্ত্রিগণে কথা বুঝাইতে,
নচেৎ অর্দ্ধেক বঙ্গ আসামেতে যায়।

৮

গোখ্‌লে ইংলণ্ডে যাও রাজার নিকটে,
কহিও প্রভুর কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
এই ঘটনায় বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটে,
কাঁদাওনা বঙ্গে আর অঙ্গ কাটি নিয়া

৯

কোথা আছ এ দুর্দ্দিনে দানী ভিক্টোরিয়া!
অবশ্য শকতি আছে পবিত্র আত্মার,
সে শক্তিতে মন্ত্রিগণে দেহ বুঝাইয়া—
বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ কর্ম্ম কঠিন ব্যাপার

দেশের কাজ।

জাগ জাগ সব ভারত ললনা।
ঘুমাবার কাল হয়েছে গত,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে, ক্লান্ত হল আঁখি
বল বল আর ঘুমাবে কত?
উঠ বঙ্গনারী শয্যা পরিহরি,
বঙ্গের দুর্দ্দশা চাহিয় দেখ,
বিদেশীয় চারু, সরু বস্ত্র ফেলি
দেশী মোটা ধুতী পরিতে শেখ
ফিতে পমেটম, কিনিও না আর,
লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া প্রদীপ জ্বাল,
চিক্কণ বেলোয়ারী- চুড়ী পরিও না,
দেশীয় শঙ্খের বালাই ভাল
বিদেশী অয়েল, দাও দূর করি,
নারিকেল তেল মাথায় মাখ;
বঙ্গোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হও সবে,
নিশি শেষ হলো জাগ গো জাগ
ছাড় অলসতা, ছাড় বিলাসিতা,
যাক্ দুর্ব্বলতা, সবল হও,
দেখ বঙ্গ সব, হৃদয়কুটীরে
চোর পশিতেছে সজাগ রও
ললনা জাগিলে, ভারত জাগিবে,
পূর্ব্বাপর হতে শুনিতে পাই;

জাগিবার কাল হয়েছে আগত,
জাগ জাগ আর সময় নাই
খোল ইংলিশ, ফেল হেয়ার পিন্
দেশী বস্ত্র দিয়া ওড়্না পর,
দেশালাই ছেড়ে, পাকাটীর শিরে
গন্ধক দিয়ে দেশলাই কর
টাংশু না কিনি, নিব না কিনিয়া,
ময়ূর পালক কাটিয়া লেখ,
মাটীর দোয়াতে কালী বানাইয়া
মনের আনন্দে লিখিতে শেখ
পাউডার দিয়া ফ্যাসন করিয়া
বডিজ সেমিজে করোনা সাজ,
কাঁথা সেলাইয়া ধুতী বুনাইয়া
কর একটুকু দেশের কাজ
আমাদের দেশে কি নাই ভগিনি,
ভারত মোদের রতনে ভরা;
কত চিত্রকর কত শিল্পকর
উৎসাহ পেলেই উঠিবে ত্বরা
দেশীয় জিনিষ দেশীয় লোকের
দারুণ বিতৃষ্ণা হয়েছে তায়।
আমাদের দেশে কত কি যে আছে,
কোন্ জন বল জানিতে চায়?
নিজের ঘুমায়ে ঘুম পাড়াইছ
স্বামিপুত্রগণে ভারত-বালা;

স্বামিপুত্রগণে বাবু সাজাইয়া
আছ সবে যেন ছাঁচেতে ঢালা—
ননীর পুতুল ফুলের পুতুল
কলের পুতুল তোমরা সব,
স্বামী তোমাদের হ্যাট কোট পরি
তোমাদিগকেই করিছে স্তব
কিন্তু সবাকার নিকটে এবার
অভাগী ভারত প্রার্থনা করে—
জাগ বঙ্গাঙ্গনা, হও বীরাঙ্গনা,
সাজসজ্জা ছাড় দেশের তরে
[illegible]বের [illegible]ন, ঘুমাও না আর,
ঘুমাবার কাল হয়েছে গত ;
বঙ্গ-অঙ্গ কাটি, করে ঘাঁটাঘাঁটি
কুর্জ্জন, জননী কাঁদিছে কত
বিদেশীয় বস্ত্র কিনিব না বলি
করহ প্রতিজ্ঞা কিসের লাজ ?
স্বামিপুত্রগণে তোম[illegible] [illegible]াইয়া
করিবে আপন দেশের কাজ
জাপান-রমণী, ইংলণ্ডের মেয়ে,
দেশের লাগিয়া কৃপাণ ধরে ;
তোমাদের নিন্দা যেখানে সেখানে
মনে হলে মন কেমন করে
এবার উঠলো দেখুক সকলে
বঙ্গ-অঙ্গনারো স্বদেশ প্রেম ,

মুথা বিলাসিতা আর দুর্ব্বলতা,
দুই দোষে সবে হয়েছ হেয়
বিলাসিতা দোষ ত্যজ গো সকলে,
মা কাঁদিছে, কত যাতনা পাই,
জাগ জাগ সব ভারত-ললনা,
ঘুমাবার আর সময় নাই।
অবগুণ্ঠনের ভিতর হতেই
উচ্চ কণ্ঠে কও কিসের লাজ?
"ত্যজি অলসতা, ত্যজি বিলাসিতা
প্রাণ দিয়া কর দেশের কাজ।"*

আমার আলাপী বন্ধুদিগের নাম।

(১) হিরণ্ময়ী হিরণ্ময়ী, সুধীরা সুধীরা (২)
(৩) কুসুম কুসুমফুল, সৌদামিনী নাগ (৪)

---

* ভারত-সচিবকর্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে বঙ্গবাসিগণ বঙ্গোদ্ধারের জন্য বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই উপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে —রচয়িত্রী।

১ জজ কোর্টের উকিল বাণী প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন বি এলের স্ত্রী, রাজসাহী

২ জজ কোর্টের উকিল শ্রীমন্ অক্ষয়কুমার মজুমদার বি এলের স্ত্রী, ময়মনসিংহ।

৩। জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এলের স্ত্রী, রংপুর।

৪ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নাগ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী, বারদী।

(৫) হেমন্ত গম্ভীর মাতা পাণ্ডুপতিতা (৬)
(৭) জ্যোৎস্নাশালিনী ফুলবন-নিকুঞ্জ-বাসিনী
(৮) পরহিতৈষিণী নৃত্য, দেবী দাসী (৯)
(১০) সরলা গোড়শাবালা, সতীর মহিমা (১১)
—ধরায় নন্দনপুষ্প প্রেম কাদম্বিনী (১২)
(১৩) উপমারহিতা স্বর্ণ হেমাঙ্গিনী সম
অপরাজিতার সম মলিন সুন্দর (১৪)
(১৫) বিধবা নিকুঞ্জ মর্ত্যে স্বর্গীয় মাধুরী।
(১৬) সুরধুনী সুরধুনী সম পুণ্যশালী

৫। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দাস বি এল স্ত্রী, টাঙ্গাইল

৬। রংপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺নীলকমল রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা

৭। শ্রীযুক্ত রামসদন ভট্টাচার্য্য ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী বগুড়া

৮।৯। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী

১০ জজ কোর্টের উকীল কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী বগুড়া।

১১ পূর্ব্বোক্ত নীলকমল বাবুর জ্যেষ্ঠা বধূ, রংপুর

১২। শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের স্ত্রী, কলিকাতা।

১৩ কৈলাস গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী, রংপুর

১৪। শ্রীযুক্ত প্যারী সেন মহাশয়ের স্ত্রী রংপুর

১৫ দুইজন মধ্যশ্রেণীর স্ত্রীলোক, ভাঙ্গাবাড়ী

১৬ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেনের স্ত্রী, মহাদেবপুর।

শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর শুভ পরিণয়োপলক্ষে
স্নেহ-উপহার

১

সরযূ মা! অনুপমা
তুমি এ ভবে,
আজ—শুভক্ষণে আশিষদে
ভূষিতা হবে

২

প্রীতমনে, এ রতনে
বরণ করি,
পুজিবে মা, মনোরমা
জীবন ভরি

৩

হও সতী শুদ্ধমতি
সোণার মেয়ে,
পতি-পদ কোকনদ
হৃদয়ে নিয়ে

৪

হৃদি তব, অভিনব
ফুলের মত,
গুণ মধু ভরা শুধু,
মধুর কত!

৫

রূপে জুঁই, বেলী যুঁই
ফুলের মালা,—

কিন্তু—কার্য্যক্ষেত্রে শূন্য বিভো!
হবে—আদর্শবাণী।

৬

তুমি মাগো, সুখে পারো না,
কল্যাণ করি,
তব—দুঃখ ভয় সমুদয়
হরিবে হরি

৭

দেব-ধামে, দেবী নামে
জননী তব
তব—শুভ ভবে, মহেশ্বরে
করিছে স্তব

৮

সরযূ মা মনোরমা—
মায়ের বরে,
যাবে আজি, বক্ষে সাজি
রাজার ঘরে

পীযুষ বস

পাদপদ্মে স্থান দাও দয়াময়,
অধমে উদ্ধার কর;
জগতের পতি, অগতির গতি,
(তুমি) বিশাল ব্রহ্মাণ্ডধর

নামামৃত পিয়া, সরস হইয়া,
মন করি পরিষ্কার,
বড় আশা করে এসেছি দুয়ারে,
খোল নাথ! খোল দ্বার

এস হে বঁধুয়া, পরশে লইয়া,
প্রাণের প্রার্থনা কই
হে কান্ত, এ করে কর কর দান,
ধন্য চির ধন্য হই

সুন্দর নয়নে, মধুর চাহনি,
চাহ হে আমার পানে,
জীবনের সাথী, যৌবনের সখা,
মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে

তোমারে ধরিব, হৃদয়ে চাপিব,
অধরে অধর দিব ;
অঙ্গ পরশিয়া বিহ্বল হইয়া,
পাপধরা পাশরিব

হৃদি কুঞ্জবনে, প্রেমফুল দিয়া
সাজাব সখার কায়,
অধরে তাম্বুল রাগ দিয়ে দিয়ে,
সাদরে চুমিব তায়

সে মুখ চুমিতে, অমৃত-নীরধি
উথলিবে সুপ্রচুর ;

সে নীরধি নীরে, ভাসিতে ভাসিতে
পৌঁছিব স্বর্গপুরে।

দয়া, ক্ষমা ধৃতি, কীর্তি-সৌরভ
সদা সাধুসাজে রব,
তাহাদের সাথে সত্যরূপ লয়ে
বেড়াইব স্বর্গময়

মম ভুজপাশে, বাঁধিয়া আবেশে
হেরিব পরাণ পুরে,
দেখি মহাপ্রভু হিংসা দ্বেষ রিপু,
পলাইবে দূরে দূরে

হৃদয়াসনে নিয়ে হৃদি জুড়াইব,
ইন্দ্রিয় করিব বশ ;
তুমি পরাৎপর, জগত-ভিতর
ঢালিব পীযূষ রস

দুইটী দেবতা।

(একটি নবজাত শিশুর প্রতি)

(১)

অদ্ভুতবিক্রমশালী কে তুমি দেবতা ?
তব আগমন সাথে,
অমৃত বহিল প্রাণে,
ফুটিল মরুভূ-মাঝে কল্পদ্রুম-লতা।

(২)

কে তুমি দেবতা ?
আসিবে শুনিয়া তাই
আগমনী গান গাই,
আবেশে অবশ হয় সুধা ঢেলে পাতা ।

(৩)

কে তুমি দেবতা ?
বহিয়া আঁধার দেশে,
অন্তরে ফুটিলি হেসে,
শিখাইলি কত কথা না শিখিতে পথ ।

(৪)

কে তুমি দেবতা ?
আসিবে শুনি এ বাণী —
প্রফুল্ল অবনী রাণী
গাঁথিতেছে হা তব মধুরী গাথা ।

(৫)

ভাই তুমি কি দেবতা ?
কি ভাবে আসিবে হেথা,
না জানি সে শুভ্র পথ ,
কখন দেখিনি তোমা তথাপি মমতা

(৬)

তুমি কি দেবতা ?
দেবতার দেশে থাকি,
আসিছ পীযুষ মাখি
সে পীযুষে সকলের জুড়াইবে ব্যথা ।

(৭)

তুমি না দেবতা ?
হইয়া অনন্যমনা
করি তব আরাধনা,
সেই ভাই কবিতা রচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণী।

(৮)

তুমি না দেবতা ?
তোমার চামচ বাটী
গড়িয়াছি পরিপাটী,
থাল ঘটি আর কত—নাহিক ইয়ত্তা।

(৯)

তুমি তো দেবতা,
ঝিনুক ঝুমঝুমী ছাঁচ,
খেলনা মৃন্ময় কাঁচ,
খেলিবে, এসহে সুখ-সত্য-সরলতা।

(১০)

তুমিই দেবতা
তব আগমন-বায়
সুরভি চৌদিকে ধায়,
প্রকৃতি প্রসন্ন করে কমনীয় লতা।

(১১)

তুই না দেবতা ?
আয় তোরে নিয়ে ভাই,
সশরীরে স্বর্গে যাই,
আয় তোর সনে করি মধুর সখ্যতা।

(১২)

তুই তো দেবতা
তোর গন্ধে ফোটে ফুল,
নেচে উঠে বুলবুল
শিখাইলি মূর্খ মোরে শত রসিকতা
তুই তো দেবতা

সে বড় চঞ্চল।

কভু আসে কভু যায়, কভু হাসে, কভু চায়
কভু ঢালে স্বর্গ সুধা, কভু হলাহল

সে বড় চঞ্চল,
কি জানি সে কোথা থাকে কারে চায় কারে ডাকে
কার তরে ঘুরে ফিরে, গাঁথে শতদল

সে বড় চঞ্চল,
নিশীথে নিস্তব্ধ ধরা, সমীর সুরভি ভরা,
সে হাসে, চুমিতে আসে বিক্ষিপ্ত কুন্তল

সে বড় চঞ্চল,
বাগানে বসন্তকালে, সাজে ফুল নীরে ডালে,
হাসে ফুল সোণা গালে সে ছবি নকল

কিন্তু সদা সচঞ্চল
নীলাকাশে নীলিমা নিবিড় নীরদ ভায়,
সে তাই ধরিতে ধায় করি কোলাহল।

সে বড় চঞ্চল,
[illegible] মলিন ওড়না [illegible],
[illegible] হাত দিয়ে বাঁধে বসে কঙ্কণ

সে বড় চঞ্চল,
চরণে আলতা দিয়ে, [illegible] হাসে দাঁড়াইয়ে
[illegible] রাঙিয়া অধর

সে বড় চঞ্চল,
তরুতলে, কেশ জালে নাচে আর বেণী খুলে
চরণে নূপুর বলে চল্ চল্ চল্

সে বড় চঞ্চল,
সীমন্তে সিন্দুর রেখা হাতে পরে রাঙা শাখা,
চুড় গুলি আঁকা বাঁকা ছোঁয় ধরাতল

সে বড় চঞ্চল
সে যবে গগনে হাসে আপন মধ্যাহ্ন [illegible];
তাহারে ঘেরিয়া বসে শুভ্র-নীল জলদ।

সে বড় চঞ্চল,
মধ্যাহ্নের রবি-করে, [illegible] চট্ মট্ করে,
সে চাহে তোমাকে [illegible] দেখাইতে বল

সদা সচঞ্চল,
অতল আঁধাররাশি নিয়ে আসে অমা নিশি,
শুব্ধ ধরা, নিদ্রাভরা মহা শীতল,
সে শুধু চঞ্চল

সে বড় চঞ্চল,
ফুল তোলে সাজি সাজি, ছেঁড়ে গাঁথা মালাগাছি,
লেখে কত পুথি পাঁজি, ছিঁড়ি ফুলদল

সে বড় চঞ্চল,
স্বামীরে দেয়না ধরা, বৃথা ইরা হয় সারা,
সখী শ্যামাপাখী পারা, তবু সে চঞ্চল

উপহার-পত্র।

নিকুঞ্জ-কামিনী* গজেন্দ্রগামিনী
জ্যোছ'না যামিনী তুমি,
তোমার লাগিয়া, বনফুল দিয়া,
মালিকা গেঁথেছি আমি।

নেবে কি ভগিনি, সতি সীমন্তিনি,
বনফুলে গাঁথা হার
নেবে কি ভগিনি, নিকুঞ্জকামিনি!
ভগিনীর উপহার?

---

* শ্রীযুক্ত ব মদন ভট্টাচার্য্য ডেপুটী বাবুর স্ত্রী

মানব দেবতা *

ইঁনি মহাশয়, মহিমা নিলয়,
মহত করমে সতত রত,
অবলা বান্ধব, বন্ধু তাঁর সব
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মানব যত

সাধু সত্যবাদী, দান ধর্ম্ম আদি
নানা অলঙ্কারে ভূষিত দেহ,
বৃষ্টিধারা মত, ঝরে অবিরত,
নিরপেক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ

তিনি জ্ঞানবান্, ধর্ম্ম তাঁর প্রাণ,
কর্ম্মক্ষেত্র শুধু আশ্রয়স্থল,
বহুদর্শিতায়, দেবতার প্রায়,
পর-উপকার শুধু সম্বল

গুণের সাগর, প্রেমের আকর,
(তাঁর) প্রাণের ভিতর পুণ্যের ঘর,
সৌরকর মত, জগতবিখ্যাত,
ভেদ নাই কভু আপন পর।

---

* শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক ও সিটী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের নামে এই কবিতাটী লিখিত হইল

মানব দেবতা, মানব দেবতা,
দেবতা জ্ঞানেই তুষিবে সবে ;
পর-উপকারী, তিনি ব্রহ্মচারী,
তাঁহারে তুষিলে মঙ্গল হবে

ভাইটী আমার।

১

কত শত দিন আজ ভাইটি আমার
জানকী। হেরিনা তোরে,
হৃদয়ের শতস্তরে
ভ্রাতৃশোক মহা-বহ্নি জ্বলে অনিবার।

২

জানকী ভাইটি তুই সবার পরাণ,
কতদিন কতকাল
চুম্বিনা সোণার গাল,
ধরিনা হৃদয়ে চাপি চাঁদ মুখখান।

৩

হয় কি স্মরণ ওরে সরবস্ব ধন।
সেই যে মধ্যাহ্নকাল,
খরতর রবি জাল,
দাদার বিবাহোৎসব কুকুর-দংশন।

৪

জানকীরে ফেল নীরে মনে কিরে পড়ে ?
অতুলে রক্ষার তরে,
কোল দিলে কুকুরেরে,
পড়িলে কঠিন ভূমে রক্তাক্ত শরীরে।

৫

সম্মুখের রোয়াকেতে জননী দুঃখিনী
দাঁড়ায়ে ছিলেন তব,
শুনি তব মা, মা, রব,
চকিতে চাহিল ফিরি ক্ষেপা পাগলিনী

৬

দেখিল সিঁড়ির নীচে অতুলে লইয়া
হৃদয়ের নিধি তাঁর,
সুখের সম্বল সার,
কুকুরের পদতলে রয়েছে পড়িয়া।

৭

আয়রে আয়রে ভাই জানকী আমার ;
সেই বিষময় স্মৃতি,
দহিতেছে নীতি নীতি,
জ্বলিতেছি দিবারাতি বাঁচিনা যে আর

৮

চকিতে স্খলিতপদে উন্মাদিনী যথা,
জননী পরাণ ধনে

পরাণে লইল টেনে,
ভিজিল নয়নাসারে নয়নের পাতা

৯

খাজা জ্যেষ্ঠতাতের যে হৃদয়ের নিধি ;
সব্‌জজ পিতা যার,
এ ভাবে মরণ তার,
মধুসূদনের মত হা নির্দ্দম বিধি !

১০

রাজবাড়ী সম পুরী সুদৃঢ় প্রাচীর,
পাগল কুকুর তায়
পশিল কি মায়ায়,
কে বুঝিবে বিধাতার রহস্য গভীর ?

১১

আক্রমিয়া রাজপুরী সাক্ষাৎ শমন
কুকুরের বেশ ধরি,
ছিল চুপ্ করি,
বালক হয়ে স্মরি ও-চরণ

১২

কুকুরের বেশধারী কালের কবলে।
শমন পাইয়া মুখে,
প্রাসিল পরম সুখে
মিশিল একটি আত্মা অমরের দলে।

১৩

জনক জননী হেথা শোকে অচেতন,
আত্মীয় স্বজনগণ,
দাস দাসী অগণন,
কাঁপাইয়া ধরাতল করিল ক্রন্দন

১৪

তথাপি চলিল শিশু ফিরিল না আর,
সে মৃত্যু যে কি ভীষণ
ভাবিতে অবশ মন,
কাহার সে ভীষণ ছবি আঁকে সাধ্য কার ?

১৫

বিশ বৎসরের পরে কেনরে আবার
মনে হল সেই মুখ,
উছলি উঠিল বুক,
জানকী জানকী, প্রিয় ভাইটি আমার।

১৬

প্রবোধ দিয়েছ মোরে মৃত্যুর সময়—
"কাঁদিও না ছোট দিদি,
তব দুঃখে ফাটে হৃদি"
ওহো হো বিলীন হও স্মৃতি বিষময়।

১৭

মৃত্যুকালে জননীরে বাহুডোরে বাঁধি
বলেছিলে "মা আমার,

কেঁদনা কেঁদনা আর,—
মরিতে দিওনা মোরে বুকে রাখ গাঁথি '

১৮

সবাকে বলেছ ডেকে "মা আমার কাঁদে,
তোমরা বুঝাও তায়,
এ দুঃখ সহা না যায়,
মুমূর্ষু জীবন মম কাঁদে মাব খেদে

১৯

তিন দিন হয় আজ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে
মা যে কাঁদিছেন মম,
(বুকে) বিঁধিছে শেলের সম
শান্ত কর, শান্ত কর, তোমরা সকলে

২০,

যায় যায় ছুটে যায়, মা আমার যায়,
দীনা দুঃখিনীর সম
আজিকে জননী মম,
ধরে আন শান্ত কর, সকলে তাঁহায় "

২১

জানকী জানেন সব প্রভু অন্তর্যামী
কি আগুন বুকে ধরি,
কি যাতনা সহ্য করি
আছেন জননী তব, জান কি তা তুমি ?

২২

সেই হৃদ্‌ক্রন্দন, সেই দৃষ্টি মুক্তি,

(সেই) কাতরোক্তি কাতরানি,

সেই ভ্রাতৃধ্বনি,

সে সন্ধ্যাক্ষণ—সে মরণ—জীবন সঙ্কট।

২৩

সকলি মায়ের তব আছে যে স্মরণ;

অনাহারে, অনিদ্রায়,

দেহ তব গেছে ক্ষয়,

ক্রন্দনে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সে নয়ন

২৪

ও ইন্দো,

আজ তুমি কার কোলে আছ স্বর্গপুরে?

বাবাদিদি, মেজদিদি,

ডাকেন কি নিরবধি

সেজদাদা বড়দাদা স্মরেন কি তোরে?

২৫

কি কব দুঃখের কথা ভাইরে বোনটী,

তোমার মৃত্যুর পরে,

বাবা গেছেন স্বর্গপুরে

গেছে ছেড়ে আমাদের তুমি তা জান কি?

২৬

তার পরে জানকীর সর্ব্বনাশ করি

শমন নিদয় অতি,

বিষময় গতি মতি,
সে যে ছোটদাদাকেও লইয়াছে হরি ।

২৭

বাবা ও ঠাকুর-খুড়া পূর্ব্বেই গমন
করেছেন স্বর্গপুরে,
তোমারে লইতে ক্রোড়ে,
আছেন কি তাঁরা সব তোমার সদন ?

২৮

যে সুখের বাড়ী ছিল স্বর্গের মতন,
যে স্থানে শান্তির গাছে
(সদা) সুখ ফুল ফুটিয়াছে,
সে স্থান হয়েছে এবে শ্মশান-দর্শন ।

২৯

হয়েছিল গোটাকত বালক বালিকা,
শৈল শতদল ধন,
করিয়াছে পলায়ন,
ছিঁড়িয়াছে ফুলবন, ললিত লতিকা ।

৩০

তার পর তার পর ভাইটি আমার,
বিনয়ভূষণ মম
সৌন্দর্য্যে তোমারি সম,
তোমারি বয়সে ছেড়ে গিয়েছে সংসার ।

৩১

সে কি তোর কাছে ভাই আছেরে এখন?
ছোট মামা তুমি তার,
বড় পুত্র সে আমার,
স্নেহের রতন বলি করিস্ যতন।

১৬ই অক্টোবর। *

ষোলই অক্টোবর স্মরণীয় দিন।
ঐ দিনে বঙ্গবাসী হবে ভাগ্যহীন।
ঐ দিনে অঙ্গভঙ্গে
মিশিবে আসাম সঙ্গে
সোণার বাঙ্গলা আহা সোণার বাঙ্গলা—
রত্ন-প্রসবিনী মাতা সুজলা সুফলা।

রাণী ভবানীর প্রিয় নাটোর নগরী
ঐ দিনে হরি হরি।
যাবে বঙ্গ পরিহরি,
বঙ্গের বাঙ্গালীদের সর্ব্বনাশ করি

অতি প্রিয় রাজধানী রাজা বল্লালের
বিখ্যাত বিক্রমপুর,
তাহাও হইবে দূর
বঙ্গ হতে; অঙ্গবৃদ্ধি হেতু আসামের।

---

* ১৯০৫।

এ ষোলই অক্টোবর স্মরণীয় দিন।
ঐ দিনে বঙ্গবাসী হবে ভাগ হীন।

রাঙ্গা দিদি (১)

রাঙ্গাদিদি! রাঙ্গাদিদি! বলিতে বিদরে
পাষাণ হৃদয় মম, শ্রবণকুহরে
পশে কি এ ভগিনীর করুণ আহ্বান?
অহুদী, অজ্ঞান কিম্বা আছে পূর্ব্ব জ্ঞান?
দ্যুলোকের জ্যোতিময় দিব্য স্থানে বসি
আছ যোগে তপে মগ্ন নিত্য উপবাসী
সমীর ভক্ষণে, কিবা নিদ্রায় বিহ্বল
কিম্বা অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত ভুলি ধরাতল?
কি ভাবে কোথায় তুমি রয়েছ এখন,
জননী ভগিনীগণে হয় কি স্মরণ?
ফেলেছিলে যে রতনে (২) স্নেহ মমতায়,
সে ত গেছে দেবদেশে খুঁজিতে তোমায়।
ওহে প্রেমপ্রীতিময়ী! প্রাণের দেবতা
ছিল যে তোমার—যাঁর পাদপদ্মে গাঁথা(৩)

---

(১) ইহাঁর নাম জিনমনী, ইনি আমার খুড়া মহাশয়ের কন্যা
(২) ইহাঁর মৃত্যুর অগ্রে ইহাঁর একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।
(৩) স্বামী

ছিল তব মনপুষ্প, সে ও দেবদেশে
গিয়েছে চলিয়া এবে আছে স্বর্গবাসে।
স্বর্গবাসী, বীণাপাণি দৈবজ্ঞ ধামে
আছ কি আনন্দরাশি অনন্ত আরামে।
নন্দনের ফুল-ঘরে আপনি শচী মা
রেখেছেন তোমারে কি নারী নিরুপমা ?
এ কামিনী রূপজ্যোতি সাঁঝের আঁধারে
সাজাও কি এ কুটিরে তারকার হারে ?
সংসারের লীলা খেলা কিছু নাই মনে,
মোরা কিন্তু হেরি তোমা স্মৃতির দর্পণে —
রাঙাদিদি, বড় দাদা মেজদাদা আর
স্নেহের জানকী তাই জীবন সবার
গেছে চলি, আছে তুমি কি জানি কোথায়!
আছি মোরা শান্তি-হারা এবে মৃত প্রায়
গেছে—কালীপদ, ছোটদাদা কেহ নাই আর,
গেছেন—বাবা ও ঠাকুর কাকা, শূন্য এ সংসার।
সকলেই একে একে তোমার উদ্দেশে
গিয়াছেন স্বর্গপুরে শান্তিময় দেশে।
আমরা পরাণভরা শোকাগ্নি লইয়ে,
মরমের অন্তর্জ্বালা রয়েছি বাঁচিয়ে,
শেষে —বিনয়ভূষণ মম পঞ্চম সন্তান
একেবারে করে গেছে জীবন শ্মশান।

দুঃখিনী নীরদ।

দুঃখিনী নীরদ তোরে কে পাঠালো ভবে?
ভালে তোর এত দুঃখ হায় কে লিখিল?
এত রূপরাশি তোরে কে দিল শরীরে?
এত গুণ কে মাখিল মধুর স্বভাবে?
কে মাখিয়া দিল তোর এত সরলতা
আঁখিযুগে কোমলতা এত কে মাখিলো
ক্ষুদ্র বুকে? ত্রিদিবের ক্ষুদ্র যূঁই ফুল
কে তোরে রোপিলো হেথা কণ্টক কাননে
সহিতে এ ঝঞ্ঝাবাত? তারকা সুন্দরী
উল্কাপাত সম পড়ি চূর্ণ কলেবরে
ভগ্নমনে কাঁদিতেছ নিবিড় আঁধারে!
কেন এ স্বর্গের বস্তু শান্তিপুরী হতে
ফেলাইল বৈধব্যের যন্ত্রণা সাগরে
বিধাতা নিঠুর। আহা সরলা বালিকা,
কি হবে তোমার গতি? অগতির গতি,
দাও শক্তি, দাও ভক্তি পিতৃ ভ্রাতৃহীনা
জনম-দুঃখিনী এই বিধবা বালারে

স্নেহাশীষ।

সর্ব্ব-মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে-ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে

আজি কি সুখের দিন হয়েছে আগমন,
কি সুখী দেবগণ, কিবা শোভা পায় কবিতায় !

সোণার গিরিতে আজি, মহর্ষি বসনে সাজি
অর্পিলা বিবাহ-সভা মাঝে,
স্বর্গের দেবতা সব, শোভিতেছে অনুপম,
দিগ্‌দিগন্তর আলো করে

আকাশে তারকাকুল বর্ষিছে সোণার ফুল,
জোছনা হাসিছে সুশীতল;
কদম্ব কেশর খসে গন্ধে সৌরভ তুলে
মাতিতেছে পবন সকল

সবাই সুন্দর সাজে বসেছে সভার মাঝে
দেখিতে এ সুখের বারতা,
প্রকৃতি পরমানন্দে গাহিছে নানা ছন্দে
কাননে বাজে দুন্দুভি তা

ত্রিদিবে তেত্রিশ কোটি দেবতা পসারি বাটি
বিতরিছে বিবাহ-সম্ভার,
নববধূ বিধুসম মধুরিমা মনোরম
স্তুতি চাহিছে সভায়

স্বর্গের দেবতা যত, আনন্দ করিছে কত,
দেখিয়া এ মধুর মিলন,
লইয়া চন্দন ডালা, গাঁথিয়া ফুলের মালা,
শান্তি বারি করিছে বর্ষণ

স্বর্ণ পুত্তলি সম   প্রাণের প্রতিমা সম,
নববধূ কোমল কলিকা
বিভাতে মিশিছে বিভা   মধুরে মধুর শোভা,
সুধামাখা শারদ চন্দ্রিকা

বধূর প্রতি

এস মা সোণার বালা! এ আলয় কর আলো,
সিন্দূরে রঞ্জিত সিঁথী লয়ে,
তোমারি পরশে যেন   বরষা গঙ্গার হেন,
আনন্দ উথলে স্ফীত হয়ে।

কি ছার মন্দার থর,   কি ছার নবনী সর,
কিবা ছার ফুলের মাধুরী,
শত পারিজাত জিনি,   জিনিয়া মাখন ননী,
তুমি মাগো! কোমল কুমারী

বিপদ বেদনা ভরা   এ সংসার শোকে জরা,
এস এস শোক নিবারিণী,
দূর করি দুঃখ জ্বালা,   এস মা সরলা বালা,
নিত্য নব শান্তি প্রদায়িনী।

আমার আশীষ লও,   সতী হও, সাধ্বী হও,
নানা গুণে হও গুণবতী,
জানি প্রীতি-প্রেমাস্পদ, ভজ মা স্বামীর পদ,
গুরুজনে রাখিও ভকতি।

তোমার শাশুড়ী যিনি, জনম দুঃখিনী তিনি,
বুঝিবে তোমারে কোলে পেলে
বিষাদ বেদন-ভার লাঘব হইবে তাঁর,
আর ভাসিবে না নেত্রজলে।

জননী জানিয়া তুমি সেব তাঁরে দিবা যামী,
তিনি শাশুড়ীর স্নেহ-রাশি
ছুটিবে সহস্র মুখে, তোমারি তোমারি দিকে,
তাঁহারে পূজিবে দিবানিশি।

জেঠীমাতা, খুড়মাতা, কি কব তাঁদের কথা?
তাঁহারা তোমার তরে মাগো!
স্নেহের মালিকা গাঁথি, রয়েছেন কোল পাতি,
তাঁদেরে ভজনা করি থাকো।

বৃদ্ধা পিতামহীগণ আশীর্ব্বাদ অনুক্ষণ
করিছেন প্রফুল্ল অন্তরে,
পূজনীয় খুল্লতাতে পূজা কর বিধিমতে
তুষ্ট রাখ ননদ দেবরে

ভাসুর দাদার মত, আদর করিবে কত,
তুমিও ভকতি কর তাঁয়;
ওমা তব প্রজাগণ, করি বহু আকিঞ্চন
আসিয়াছে লইতে তোমায়

তুমিও তাদের প্রতি হও আজ স্নেহবতী,
আশ্রিতের করিও পালন;

রাজরাণী তুমি মাতা, ভাবিও সবার কথা,
হিংসা দ্বেষ করিও বর্জ্জন

খুড়ীমা আদর করি হৃদয়ে নিবেন ধরি,
কন্যা সম করিবেন স্নেহ ;
তুমিও তাঁহারে নিয়ে, প্রাণের ভকতি দিয়ে,
যতন করিও অহরহ।

তোমার যে অগণন দাসদাসী লোকজন,
সমস্নেহে পালিও সাদরে,
(তব) শ্বশুর স্বরগপুরে আছেন, তাঁহারে স্মরে
প্রণাম করিও ভক্তিভরে।

হাতে লোহা ক্ষয় হোক্, দূর হোক্ রোগ শোক,
সুখে কর জীবন যাপন ,
অন্নদা দেবীর মত, অন্নদান কর মাতঃ
ক্ষুধিতের বাঁচুক জীবন।

গিরিজার প্রতি।

সোণার গিরিজ ধন, আজিকে জুড়াব মন,
বধূসহ তোরে কোলে ধরি
নব বধূ মধুভরা, কোমল ফুলের তোড়া,
বিধাতা দিলেন দয়া করি।

গৃহলক্ষ্মী গৃহে আসি, রূপরাশি পরকাশি,
স্বর্গসুখ দিতেছে ঢালিয়া ;

পবিত্র প্রণয়াদরে এ লক্ষ্মী তোমারে ঘরে,
যত্ন কর মনপ্রাণ দিয়া।

আশীর্ব্বাদ করি বাপ, কোনরূপ মনস্তাপ
পাইও না এ লক্ষ্মীর তরে,
তব—পিতামহ সম জ্ঞানী হও সুধি গুণী মানী,
অদ্বিতীয় হও ধনদানে

স্বর্গস্থ পিতার মত হও শত-গুণ যুত,
শত ধারে তাঁর আশীর্ব্বাদ
পড়িবে তোমার শিরে, অশুভ যাইবে দূরে,
খণ্ডিবে অযুত পরমাদ

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা যিনি, পরম মঙ্গল তিনি,
করিবেন মঙ্গল বিধান ;
দীন দয়াময় হরি দুটি প্রাণ এক করি,
সাধিবেন সহস্র কল্যাণ

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া *

১

আমরা ভগিনী আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
করিব ভগীর কাজ,

---

* 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ ভগিনীদের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

ডাকিব ভ্রাতৃ-সমাজ,
মঙ্গল কামনা করি স্নেহ মমতায়

২

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ধান দূর্ব্বা হাতে,
সাহস সম্বল নিয়ে
পথে আছি দাঁড়াইয়ে
মিশিতে এ কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রাতাদের সাথে।

৩

এক বঙ্গ-মার পুত্র—আট কোটি ভাই,
সকলেই সহোদর,
একটিও নহে পর,
ভ্রাতাদেরো সহোদরা আমরা সবাই।

৪

প্রবাদ এ বঙ্গ-ভূমে অবলা স্ত্রীলোক
স্বার্থময় অন্তঃপুরে
অজ্ঞান আঁধার ঘোরে
পড়ে থাকে নিয়ে আপনার দুঃখ শোক

৫

ছিছি! এ ঘৃণার কথা চল ভ্রাতৃগণ!
সম্মুখে কর্ত্তব্য কার্য্য,
দেখাইব শৌর্য্য বীর্য্য,
দেখিবে এ বিশ্ববাসী অবলা কেমন।

৬

ভ্রাতৃগণ !

মিলে মিশি সবে করি স্বদেশের হেলে,

(মোরা) সাধের তরে উপকার

করিব প্রতিজ্ঞা সার,

ধন দিয়ে মন দিয়ে প্রাণপণ করে

৭

ভ্রাতৃগণ কার্য্যাগমে—ভগিনীর সুখ,

(মোরা) বিক্রি করে রত্ন ভূষা,

মিটাবো ভ্রাতার আশা,

দেশের উন্নতি হেরি জুড়াইব বুক।

৮

সীমন্তে সিন্দূর আর বাহুতে বলয়,

এই রাখি আর যত,

অলঙ্কার নানা মত,

নাশিতে দেশের দুঃখ করিব বিক্রয়

৯

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শুভ সম্মিলন

হলো ভ্রাতা ভগিনীর,

কি সৌভাগ্য জননীর,

ভ্রাতা ভগিনীর হলো সার্থক জীবন

বন্দে মাতরম্

১

জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান
মুছ মা আঁখির জল
ভগ্ন বুকে বাঁধ বল,
হীনতা দীনতা যাবে, কর দৃষ্টিদান।

২

জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান
ডুবিয়া ঘুমের ঘোরে,
অনাচারে অত্যাচারে,
করিয়াছে বিধিমতে তব অপমান।

৩

কিন্তু আজ জাগিয়াছে কৃতঘ্ন সন্তান।
আর তারা তোরে ছাড়ি
যাবে না পরের বাড়ী,
মাতৃপূজা মহাযজ্ঞে দিবে প্রাণ দান

৪

করেছি প্রতিজ্ঞা সবে মাতৃপূজা তরে,
থাকে যদি শক্তিভক্তি,
মায়ের করিব মুক্তি,
বিদেশের বিলাসিতা ব্যূহ ভেদ করে।

৫

ভুল মা সন্তানকৃত পূর্ব্ব অপমান,
আজি তারা অনুতপ্ত,

সামিল বাসনা মুক্ত
গাহি উঠে গায় "বন্দে মাতরম্" গান।

৬

জাগিয়াছে নিদ্রিতা নর-নারীগণ,
গান্ধীজী সুধা দিয়ে
তুলিয়াছে নাচাইয়ে
বাঙ্গালী মা তোমার সুতসুতাগণ।

৭

বহেছে নগরে গ্রামে প্রেমের তুফান।
যার দুঃখ দূর হবে,
ব্রত কার ঘরে ঘরে,
তাদেরে জড়াবে যবে সব সুসন্তান

৮

ছুটিয়াছে বঙ্গভূমে প্রেমের তুফান ;
বাজিছে বিজয় ঢাক,
ধ্বনিছে মঙ্গল-শাঁখ,
অধঃপতিত জন আজ স্বর্গেতে উত্থান।

৯

আট কোটি নরনারীর অপূর্ব মিলন !
ভেদাভেদ আর নাই,
মিলিয়াছে ভাই ভাই,
বোনেরা করেছে বোন কণ্ঠ আলিঙ্গন

১০

বর্জিব বিলাতী দ্রব্য কি দুর্জ্জয় পণ।
ধনী দীন ডাকে মাকে,

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ডাকে,
চিরস্থায়ী হোক্ এই শুভ সম্মিলন।

১১

শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্
সন্তানের অ-ঙ্গদান,
মাতৃপূজা অনুষ্ঠান,
কি সুন্দর কি পবিত্র বন্দে মাতরম্

১২

শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
কাটুক মা অঙ্গ তোর ;
ফেলিস্ না আঁখি-লোর,
প্রাণভরে শোন গীত বন্দে মাতরম্।

১৩

আসামী হইনু সব বাঙ্গালী যাহারা,
তাহাও সার্থক ভাবি,
যদি মাতৃপদ সেবি
ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গ নাহি হই হারা

১৪

আসামী হইনু মোরা বাঙ্গালী যাহারা,
তথাপি মায়ের ছেলে,
রহিব মায়ের কোলে,
মরিব বাঁচিব পুনঃ পিয়া স্তনধার।

১৫

ভুলি পূর্ব্ব ভেদাভেদ বঙ্গবাসিগণ,
প্রাণ সবে নিশ্চিত,
মাতৃ-পূজা পুণ্যব্রতে,
বন্দে মাতরম্ গাও বন্দে মাতরম্।

স্বদেশ-সেবায়

সঁপিব শরীর মন স্বদেশ সেবায়,
বঙ্গনিবাসিনী যত ভগিনী আয়।
হিন্দু বা মুসলমান
সংমিলিত এক প্রাণ,
এক বঙ্গ মার গর্ভে সকলেরি স্থান,
সবকেই গড়েছেন এক ভগবান্।
যবনী, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা শূদ্রাণী, খৃষ্টানী।
সকলেই হও এক ব্রত বলম্বিনী
ভেদাভেদ পরাপর,
ভুলি মোরা নারী নর,
সঁপি এ শরীর মন স্বদেশ সেবায়,
আয় ভ্রাতা ভগ্নীগণ এই দিকে আয়
চিকণ বিলাতী ধুতী পরিব না আর,
বঙ্গে হতে দেশী ধুতী
জন্মিতেছে নিতি নিতি,
মোটা হোক্, খাট হোক্, তাই চমৎকার।

এবার সঁপিব প্রাণ স্বদেশ সেবায়,
বঙ্গনিবাসিনী যত ভগ্নীগণ আয়,
ত্যজি সজ্জা ত্যজি সাজ,
ত্যজি অমূলক লাজ
প্রাণ দিয়া করি কাজ ভগ্নীগণ মিলে,
এক-বঙ্গ-মার কন্যা আমরা সকলে

আমাদের দেশ যে গো ধনধান্যে ভরা,
সুজলা মা সুফলা মা,
মলয়জ-শীতলা মা,
আহা—শস্য-শ্যামলা মা মন-প্রাণ-হরা।

দেশেই হতেছে কত সাবান কলম,
না হোক না হোক সভ্য,
মন্দই মোদের লভ্য,
মা দিবেন যাহা আহা! তাই সর্বোত্তম।

ছোঁবনা বিদেশী বস্ত্র করিয়াছি পণ।
এস আজ সবে মিলি,
দাঁড়াইব গলাগলি,
করিব যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞা-পূরণ।

সঁপিব জীবন মন স্বদেশ সেবায়
আপন প্রতিজ্ঞা স্মরি,
শক্তিরে স্মরণ করি,
বঙ্গ নিবাসিনী যত ভগ্নীগণ আয়।

কুন্দকুসুম।

১

ওই ভরা হাসিরাশি হাসিছ কুসুম!
নবীন অরুণালোকে
নীহার মেখেছ বুকে,
এখনো আঁখিতে ভরা নিশীথের ঘুম

২

শ্যামল, কোমল পত্র পবন পরশে
কেশ সম এলাইয়া
পড়িয়াছে পাশ দিয়া,
কাঁপিছে সুচারু তরু হরষে হরষে

৩

জাগিছে অনন্ত তেজে বিশদ মাধুরী;
ক্ষুদ্র ফুল ক্ষুদ্র রূপে,
মধু বর্ষে স্তূপে স্তূপে,
খঞ্জন খেলিছে খেলা নৃত্য করি করি

৪

স্পর্শিছে মরমতন্ত্র সূক্ষ্ম গন্ধকণা;
কি মধুর কি মধুর!
হীরাভরা স্বর্গ-পুর,
আনন্দরূপিণী দেবী অমর-বাসনা।

৫

জীবন্ত সৌন্দর্য্য-রাশি তুমি কুন্দফুল,
সুবলিত, নবনীত

দেহ সুধা ধবলিত,
বসন্তের বেণী ভূষা অপূর্ব্ব অতুল।

ত্রাণ কর

মহা ভ্রম তমসায়, হারায়ে ফেলেছি হায়
অমূল্য রতন
সংসার সমুদ্র নীরে, ভ্রমিতেছি ঘুরে ঘুরে
করি সন্তরণ

কোথাও পাই না কূল, হও প্রভু অনুকূল,
প্রতিকূল বায়ু ;
টানিছে ভীষণাবর্ত্তে, চলেছি অতল গর্ত্তে
পরিশেষ আয়ু

ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্তা, ভুবন-পাবন ভর্ত্তা,
প্রীতি-প্রেমবারি ;
শোকে, রোগে, পাপে, তাপে, পাষাণ হৃদয় কাঁপে,
(কোথ) হরি চিত্তহারী

আমি দাসী চিরদাসী, নানাবিধ দোষে দোষী,
ক্ষম ক্ষেমঙ্কর
বাঁধিয়া কামনা ডোরে, ছলিও না ছা'য়াকেরে
ত্বরা ত্রাণ কর।

সুনীতি সুরুচি।

আমার এ পঙ্কময় হৃদি সরোবরে,
সুনীতি সুরুচি পদ্ম শোভা দান করে।
আমার কণ্টকাকীর্ণ হৃদয়-বাগানে
সুনীতি সুরুচি ফুল থেকে শোভা দানে
দল দাম্ পূর্ণ মম হৃদি-পুষ্করিণী,
কুমুদ কহ্লার সম এ দুই ভগিনী
আমি—সুনীতি সুরুচি ফুলে গাঁথিয়াছি মালা,
আমি—সুনীতি সুরুচি ফুলে সাজায়েছি ডালা।
সুনীতি সুরুচি মম অঙ্গ অলঙ্কার,
সুনীতি সুরুচি মম বহু তপস্যার
ফুটুক এ ফুল দুটি সৌভাগ্য-কিরণে,
তুষুক সবার মন মধু বিতরণে।

মুকুল মণি

আমার মুকুল মণি কে দেখিবি আয়,
ওই যে ছুটীর পরে ক্রিকেট খেলায়
আমার মুকুল মণি কে দেখিবি আয়,
বই হাতে ছাতী মাথে স্কুলেতে যায়।
আমার মুকুল মণি কে দেখিবি আয়
ওই যে ছুটির পরে সড়কে খেলায়।
আমার মুকুল মণি কে দেখিবি আয়,
ওই যে দুভাই মিলি লাফায় ঝাঁপায়।

শোক-হারা পাগলিনী বিষাদিনী আমি
(প্রভু) আমার এ রত্ন ছুটি রক্ষা কর তুমি

নূতন অতিথি।*

কোথা হতে এসেছ অতিথি?
তুমি কি চাঁদের বালা, পেয়েছ তাহার মালা,
আলোতে ঢেকেছ শুক্লা রাতি?

কোথা হতে এসেছ অতিথি?
তুমি কি বেলের কলি, মাথায় পল্লবগুলি,
নয়নে নাচিছে প্রজাপতি

যবে সন্ধ্যা নিশি মিলে, সাজাইল লালে নীলে
জগতের চারু অবয়ব,
যবে ফুটি ফুলকুল, বাঁধিল ব্রততী চুল,
পাখিকুল হইল নীরব।

তখন স্বর্গিত পথে, নামিয়া ত্রিদিব হ'তে,
পরশ করিলে জন্মভূমি,
প্রকৃতি পীরিতিভরে, অতিথি লইয়া ঘরে
আদর করিল মুখ চুমি

শিরিষ-কুসুম-তনু, শত শশী শত ভানু
সৌন্দর্য্য ঢালিছে গায় গায়,

---

* শ্রীমতী প্রীতি ও পূজার জন্ম উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হইল

অমরার কোটি শোভা, অলকার আলোকপ্রভা,
মন্দার ঢেকেছে শুভ্রতায়
গালে তারা, ঠোঁটে হীরা, মুক্তায় মণ্ডিত করা,
জোছনায় মাখা চাঁদমুখ ;
ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া রবে, হরষে হাসিছে সবে,
সুখে স্ফীত জননীর বুক

যোগিনীর জপ-মালা, তাপসীর ফুলডালা,
অমর এ আনন্দ-আলয় ;
অপার আনন্দ লয়ে, আসিয়াছ মমালয়ে
এস এস জুড়াই হৃদয়

পুণ্যময়ি, তব স্পর্শে আসে যেন বর্ষে বর্ষে
পুণ্য আর আনন্দ নূতন ;
মাসে মাসে দিন দিনে, বড় তুমি রূপে গুণে,
সুখী করি বান্ধব স্বজন

দুই জনে

দুজনেতে দুজনার হৃদয় কাননে
ফুটাইব প্রীতির কুসুম ,
দুজনেতে দুজনার (সেই) প্রীতি পুষ্প দামে
ফুটাইব প্রেমের কুসুম।

দুজনেতে দুজনার প্রেম-সরসে,
ভাসি বেড়াইব মনসুখে

দুজনার প্রান্ত মাথা রাখিয়া হৃদয়ে
দুজনার প্রেমময় বুকে

প্রেম পুণ্যে মাখামাখি আমরা দুজন
আহা!— চিরকাল আমরা দুজন,
সুখে হাসি সুখে গান সুখেই ক্রন্দন,
চিরসুখী আমাদের মন

সুখ শয্যা বিছাইয়া সুখের আলয়ে
দুই জনে সুখে ঘুম'ইব,
দুজনার মনোভাব দুজনে বুঝিয়ে
সুখে তাহা পূরণ করিব

দুই খানি অন্তরের স্বেদ ক্লেদ যত
দুই জনে মুছাব দুহাতে,
দুজনে আপনা ভুলি ছায়াটির মত
বেড়াইব দু'জনার সাথে।

এক দিনে একক্ষণে একই পলকে
প্রাণান্ত হইবে দুজনার,
দুই জনে একসঙ্গে আঁধারে আলোকে
করিব স্মরণ দুয়ার

অধম বাঙ্গালী

(১)

কর বঙ্গবাসিগণ প্রতিজ্ঞা পালন
চারি দিকে এ কাহারা
করেছে ? হাহা হাড়,
বঙ্গ হতে দেশী বস্ত্র করিতে বর্জ্জন ?
এই বেলা কর সবে প্রতিজ্ঞা পালন

২

সবে জানে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল অলস ;
তাদের [illegible],
গৃহকোণে নিদ্রা যায়
বন্ধু বান্ধবেরা কভু নাহি হয় বশ ।

৩

এক মুখে শতবার শত কথা কয় ;
করিয়া প্রতিজ্ঞা বড়,
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে দড়,
বাঙ্গালীর পেটে কথা থাকিবার নয়

৪

এইবার এইবার বঙ্গবাসিগণ !
দেখাও বীরের মত
হৃদয়ের বল যত,
করিয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা পালন

৫

বিষ বলি ত্যজিয়াছ বিদেশী জিনিস,
দেখিও কাহারো ভয়ে
আবার তুলিয়ে নিয়ে,
মাখিও না অঙ্গে আর পরিত্যক্ত বিষ।

৬

প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ ধর্ম্ম সাক্ষী করি
"বিদেশী জিনিস আর
করিব না ব্যবহার",
এখনি ভুলিলে তাহা কর্ত্তব্য পাশরি ?

৭

ভয়ানক কুসংবাদ শুনি ক্ষণে ক্ষণে—
তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলি,
বিদেশী জিনিসগুলি
কিনিতেছ সস্তা বলি প্রফুল্লবদনে।

৮

ছি ছি! বঙ্গবাসিগণ পশুর অধম ;
পরপদে অবনত,
জীবনে মরার মত,
বল শক্তি নাই, নাই সরম ভরম।

৯

এমন কর্ত্তব্য-হীন জড়ের মূরতি—
হীন জাতি কোথা নাই,
তাই বড় ভয় পাই—
খণ্ডন বা নাহি হয় মায়ের দুর্গতি।

১০

হায়! যদি আটকোটি বঙ্গ-সুত দল
বিদেশী জিনিস আর,
না করিত ব্যবহার
বঙ্গোদ্ধার আশা মনে হইত প্রবল।

১১

হায়, সুসন্তানগণ একত্র হইয়া
মায়ের বন্ধনদড়ি
দিল আরো দৃঢ় করি,
সুগভীর পঙ্কে মাতা পড়িল ডুবিয়া।

১২

হায়রে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট অধম বাঙ্গালী!
এই না সে দিন সবে
'বন্দে মাতরম্' রবে
বন্দিয়াছ মায়ে স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ বলি?

১৩

ওহে ছাত্রগণ কোথা তোমাদের পণ?
বর্ষণ বিহীন ভাই,
গর্জ্জন শুনিতে পাই,
অনেকেই করিতেছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।

১৪

প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন-পাপ বড় সুকঠিন,
এই পাপে জর জর,
হলো সব নারী নর,
হতভাগ্য দেশবাসী শ্রীহীন মলিন।

১৫

হায় মা জননী বঙ্গ ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে
কাটিবে জীবন তোর,
দুঃখের না হবে ওর,
বাঙ্গালী নীরব রবে আসামী সাজিয়ে ?

১৬

বৃথা পুত্র ধরি গর্ভে পুত্রবতী নাম
ধরিয়াছ বঙ্গভূমি,
দাসত্ব শৃঙ্খল চুমি,
কারাবাসে চিরকাল লভিবে বিশ্রাম।

১৭

অধম বাঙ্গালী হও এখনো জাগ্রত,
কালনিদ্রা পরিহরি,
জাগ জাগ ত্বরা করি,
প্রাণপণে সাধ সবে দেশ-হিত ব্রত

শেষ

তুমিই ঈশ্বর, সুখের আকর,
সুখের সাগর প্রভু
তুমিই আমার, সাকার আকার,
যত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বিভু!
তব মনে হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তোমার সে মহিমায়,

মম মনে হয়, চন্দ্রসূর্য্যোদয়
তোমার সে করুণায়

তুমিই সুন্দর, প্রভু পরাৎপর,
সর্ব্বগুণধর স্বামী
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তোমাকেই চাহি আমি।

তোমার মতন, পবিত্র রতন
স্বরগেও নাহি মম ;
তোমার মতন, উজ্জ্বল ভূষণ,
কি আমার প্রিয়তম।

ও পদের মত, সৌভাগ্য সম্পদ
কি আমার আছে আর ?
তব কৃপা বিনা, এ হিয়া চাহে না
স্বর্গের বৈভব-ভার।

মম প্রীতি-পূজা, মম ভাব-ভক্তি,
সকলি তোমারি তরে ,
পূজিব চরণ, করহে গ্রহণ,
ত্যজিও না তুচ্ছ করে

সম্পূর্ণ।